২ কর্ম ঃ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম

বিষয়বস্তু

কর্মবাদ, সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম ; গীতার নিষ্কাম কর্ম, নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম ; বস্তুমুখী প্রশ্নোত্তর।

কর্ম প্রত্যয় (Conept of Karma) ঃ সংস্কৃত 'কৃ' ধাতু থেকে কর্ম শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ হল কাজ করা। সবরকম কাজ করাই হল কর্ম। কর্ম মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। প্রত্যেকটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য থাকে। ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা হয়। উদ্দেশ্য ও উপায় এবং কাজের সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে ধারণা—এই তিনটি একত্রে অভিপ্রায়ের স্তর (intention) গঠন করে। প্রত্যেকটি ঐচ্ছিক কর্মের মূলে থাকে কোন অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় দেখে কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়, অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।

শারীরিক ও মানসিক সবরকম কাজই কর্ম। কর্মের সঙ্গে ফলের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। যেমন কর্ম, ফলও সেইরকম হয়। কর্মফল তিন প্রকার—ভালো, মন্দ ও মিশ্র। মানুষ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। সৎ কর্মের ফল সুখ এবং পুণ্য ; অসৎ কর্মের ফল দুঃখ বা পাপ। কর্মফল বিনষ্ট হয় না। কোন জীবের পক্ষে কর্মফলভোগ এড়ান সম্ভব নয়। জীবকে কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। অবশ্য নিষ্কাম কর্মের ফলভোগ করতে হয় না। কেবল সকাম কর্মের ফলভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। কর্মবাদের ফলশ্রুতি হল জন্মান্তরবাদ। কর্ম ও ফল কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই শৃঙ্খল আদি-অন্তহীন। কর্মফল ভোগের জন্য আত্মাকেও আদি অন্তহীন বলতে হয়। চার্বাক বাদে ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি শাখা কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। মীমাংসা দর্শনে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। তবে ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগলালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম করা থেকে বিরত থাকা যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্য একথা মীমাংসকগণ মনে করেন। যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গে যম ও নিয়মের কথা বলা হয়েছে। অহিংসা, সত্যভাষণ, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের অর্থ অভ্যাস অর্জন। যম ও নিয়ম চিত্তকে নির্মল করে। ন্যায়দর্শনে বিহিত কর্ম সম্পাদন ও নিষিদ্ধ কর্মের বর্জনের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে যা কিছু আসক্তিময় তাই দুঃখের কারণ। ভোগবাসনা ত্যাগ করে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন নির্বাণ লাভের পথ। এইভাবে প্রায় প্রত্যেকটি দার্শনিক সম্প্রদায় নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানকে মোক্ষলাভের পথ বলে নির্দেশ করেছেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২ঃ২.১। কর্মবাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও। [C.U. 2009]

(Give a short exposition of the Doctrine of Karma.)

উত্তর। যে মতবাদ অনুসারে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে, সেই মতবাদকে কর্মবাদ বলা হয়। কর্মবাদের এই নীতি অলঙঘনীয়, ব্যতিক্রমহীন বা সর্বজনীন। 'সব মানুষকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে'—এটি একটি সর্বজনীন বিধি।

কর্মবাদের অপর নাম 'নৈতিক কার্য-কারণবাদ'। কর্ম হল কারণ, কর্মফল হল কার্য। প্রত্যেকটি কারণের যেমন কার্য থাকে, তেমনি প্রত্যেকটি কর্মেরও ফল থাকে। কর্ম ও কর্মফল যেন কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত।

শারীরিক ও মানসিক সবরকম কাজই কর্ম। কর্মের সঙ্গে ফলের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। যেমন কর্ম, ফলও সেইরকম হয়। কর্মফল তিন প্রকার—ভালো, মন্দ ও মিশ্র। মানুষ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। সৎ কর্মের ফল সুখ এবং পুণ্য ; অসৎ কর্মের ফল দুঃখ বা পাপ। কর্মফল বিনষ্ট হয় না। কোন জীবের পক্ষে কর্মফলভোগ এড়ান সম্ভব নয়। জীবকে কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। অবশ্য নিষ্কাম কর্মের ফলভোগ করতে হয় না। কেবল সকাম কর্মের ফলভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। কর্মবাদের ফলশ্রুতি হল জন্মান্তরবাদ। কর্ম ও ফল কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই শৃঙ্খল আদি-অন্তহীন। কর্মফল ভোগের জন্য আত্মাকেও আদি অন্তহীন বলতে হয়। **চার্বাক বাদে ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি শাখা কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।** মীমাংসা দর্শনে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। তবে ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগলালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম করা থেকে বিরত থাকা যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্য একথা মীমাংসকগণ মনে করেন। যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গে যম ও নিয়মের কথা বলা হয়েছে। অহিংসা, সত্যভাষণ, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের অর্থ অভ্যাস অর্জন। যম ও নিয়ম চিত্তকে নির্মল করে। ন্যায়দর্শনে বিহিত কর্ম সম্পাদন ও নিষিদ্ধ কর্মের বর্জনের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে যা কিছু আসক্তিময় তাই দুঃখের কারণ। ভোগবাসনা ত্যাগ করে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন নির্বাণ লাভের পথ। এইভাবে প্রায় প্রত্যেকটি দার্শনিক সম্প্রদায় নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানকে মোক্ষলাভের পথ বলে নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন ২ঃ২.২। সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য দেখাও। [C.U. 2009]

(Show the distinction between Sakamakarma and Nishkamakarma.)

উত্তর। সকাম কর্ম ঃ কামনাসই কর্মই সকাম কর্ম। রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে যে কর্ম সম্পাদন করা হয়, তাকে সকাম কর্ম বলে। ফলের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ সকাম কর্ম করে। কর্মবাদের নীতি অনুসারে সকাম কর্ম ফলদান করে ; জীব কর্ম অনুসারে ফলভোগ করে। এই ফল সুখদুঃখরূপ ফল। বর্তমান জীবনে কর্মের ফলভোগ শেষ না হলে জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় ফলে জীব সংসারের দুঃখকষ্টের অধীন হয়।

সকাম কর্ম বিষয়ের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে। আসক্তি কামনার সৃষ্টি করে। কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ হয়। ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রম হয়। স্মৃতিভ্রম বুদ্ধি নাশ করে। বুদ্ধিনাশে মানুষের অধঃপতন হয়, পরিণামে মানুষ দুঃখভোগ করে।

Scanned with CamScanner

সকাম কর্মের জন্যই আত্মার দেহধারণ, কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সে সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। সকাম কর্মে আসক্তি থাকে, অহংবোধ থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে, নিম্নশ্রেণির বাসনা এই কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কর্মের ফলে জগতের কোন মঙ্গলসাধন হয় না। আসক্তির বশবর্তী হয়ে মঙ্গলজনক কাজ করলেও পরিণামে দুঃখ জন্মায়।

নিষ্কাম কর্ম ঃ যে কর্ম সম্পাদনের পশ্চাতে জীবের কোন কামনা থাকে না, অর্থাৎ কামনারহিত যে কর্ম, সেই কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলে। রাগ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়ে কর্ম সম্পাদনই নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান।

নিষ্কাম কর্মে বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় নিষ্কাম কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না, ফলভোগের জন্য জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় না। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে যে, কর্মফলের প্রতি আসক্তি জীবের সংসারে বন্ধনের হেতু হয়, অনাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদন নির্বাণ লাভের পথ। কীভাবে কর্ম সম্পাদন করলে সেই কর্ম নিষ্কাম হবে তার নির্দেশ মীমাংসা দর্শনে দেওয়া হয়েছে। এই মতে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হবে, কোন ফললাভের আশায় নয়। এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি কান্টের 'Duty for duty's sake'—এই নীতিবাক্যে আমরা শুনতে পাই। মীমাংসক মতে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফল বিনষ্ট হয়, কর্মফলভোগের সম্ভাবনা না থাকায় জীবের পুনর্জন্ম হয় না, জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। মোক্ষ অবস্থায় জীব স্বর্গসুখ ভোগ করে। জৈন দর্শনেও বলা হয়েছে যে সকাম কর্মের জন্যই আত্মা দেহ ধারণ করে এবং কর্মফলভোগের জন্য তার পুনর্জন্ম হয়। অপরদিকে নিষ্কাম কর্ম জীবের পুনর্জন্ম রোধ করতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে জীব উপলব্ধি করে যে সকাম কর্ম দুঃখের কারণ, সে সকাম কর্ম করা থেকে বিরত হয় এবং নিষ্কামভাবে কর্ম করে, এর ফলে তাকে আর ফলভোগ করতে হয় না। ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম সম্পাদন ও নিষিদ্ধ কর্মের বর্জনের কথা বলা হয়েছে।

বিবেকানন্দও নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনের কথা বলেছেন। কর্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ অনাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদনই নিষ্কাম কর্মের অর্থ। আসক্তি বর্জনের দুটি পথ আছে। একটি হল কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা। যারা ঈশ্বরবাদী তাঁরা এই পথের কথা বলেন। তাঁরা বলেন, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মফল অর্পণ করলে ফলের প্রতি আসক্তি থাকে না। গীতা এইরূপ নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রচার করেছেন। দ্বিতীয় পথের অনুসারী ব্যক্তিরা বলেন নিজের ইচ্ছাশক্তি, মনের শক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী কর্ম করলে কর্ম অনাসক্ত হবে। অনাসক্ত কর্ম জগতের মঙ্গলসাধন করে। জীবনকে মহৎ করে। মহৎ ব্যক্তিরা জগতের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন।

প্রশ্ন ২ঃ২.৩। গীতায় প্রচারিত নিষ্কাম কর্মের আদর্শ আলোচনা কর। [C.U. 2007]
(Discuss the ideal of Nishkama Karma as preached in the Gita.)

গীতার নৈতিক আদর্শ আধ্যাত্মিক পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে। গীতায় প্রচারিত আদর্শ হল নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। এই আদর্শে ধর্ম, নীতি ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কামনাবিহীন, আসক্তিবিহীন কর্মই নিষ্কাম কর্ম। কর্মের ফলভোগের বাসনাই আসক্তি। আসক্তি জীবের

Scanned with CamScanner

বন্ধনের হেতু। জীবের সংসারদশাই বন্ধন। বদ্ধ জীব দুঃখ-কষ্টের অধীন হয়। তাই বন্ধনমুক্তি মানুষের পরম পুরুষার্থ।

নিষ্কাম কর্মের আদর্শ কর্মবিমুখতার বা কর্মত্যাগের আদর্শ নয়। 'নিয়তং কুরু কর্ম'—গীতার উপদেশ। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। কর্ম না করলে শরীর বাঁচবে না। মানুষ স্বভাবত কর্মহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। কোন মানুষের পক্ষেই কর্মত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব রকম কর্মই বন্ধনের কারণ নয়। কেবল সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু হয়। বিষয় চিন্তা মানব মনে আসক্তি সৃষ্টি করে। আসক্তি থেকে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশে অধঃপতন হয়। এমন মানুষ বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকে এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। এইজন্য গীতায় নিষ্কাম কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানী ব্যক্তি নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেন। যে ব্যক্তি দুঃখে স্থির, সুখে স্পৃহাহীন ও আসক্তি শূন্য, ভয়শূন্য, ক্রোধশূন্য তিনিই বুদ্ধিমান, স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি শুভফলে উদাসীন। তাঁর মন সংযত, ইন্দ্রিয় মনের বশীভূত। কচ্ছপ যেমন নিজের অঙ্গকে সঙ্কুচিত করে দেহমধ্যে গুটিয়ে রাখে, সেইরকম স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ভোগের বস্তু থেকে ফিরিয়ে আনেন। তিনি শান্তির অধিকারী। কিন্তু বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি পায় না। তার ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা বিষয়ভোগে ধাবিত। তার সব কর্মই সকাম কর্ম।

সংশয় হতে পারে যে নিষ্কাম কর্ম কী উদ্দেশ্যবিহীন? এখন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কর্ম করা যায় না। নিষ্কাম কর্ম যদি উদ্দেশ্যবিহীন হয় তবে এই কর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব। এর উত্তরে বলা যায় যে নিষ্কাম কর্ম উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সকাম কর্মের মত নিষ্কাম কর্মেরও উদ্দেশ্য থাকে। পার্থক্য হল, সকাম কর্মের উদ্দেশ্য হল বিষয়াসক্তি, যা জীবের বন্ধনের কারণ। অপরদিকে নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম সম্পাদন করলে সেই কর্ম নিষ্কাম হয়।

ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, আসক্তিহীন কর্মই নিষ্কাম কর্ম। এই কর্মের অনুষ্ঠানে কর্মফল লোপ পায়। প্রশ্ন হল ঃ কীভাবে আমরা নিষ্কাম কর্ম করব? গীতায় নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানকে এক প্রকার কৌশল বলা হয়েছে। এই কৌশল হল ঃ **যোগস্থ হয়ে কর্ম করতে হবে এবং কর্মফলে অধিকার ত্যাগ করতে হবে।** গীতার বাণী হল ঃ "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি এবং কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, ফলাফল সমান মনে করে, কর্ম করার কুশলতাই হল যোগ শব্দের অর্থ—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।

গীতায় কর্ম করার কৌশল আধ্যাত্মিক পটভূমিতে আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক। মানুষ সৃষ্ট জীব। মানুষের সত্তা ঈশ্বরে আশ্রিত। মানুষের কর্ম ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষ কর্ম করে। তিনি যন্ত্রী, মানুষ যন্ত্র। তিনিই আমাদের কর্মের কর্তা। আমরা নিমিত্তমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্যে কর্ম করতে হবে। একেই যজ্ঞার্থ কর্ম বলা হয়েছে। কারণ এই কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করা হয়। যজ্ঞার্থ কর্মে কর্তৃত্বাভিমান বা অহংবোধ থাকে না। মূঢ় ব্যক্তি অহঙ্কারের বশে মনে করে যে আমিই সব। সুতরাং ঈশ্বর প্রীতির জন্য বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করতে হবে। শুধু যজ্ঞরূপে কর্ম সম্পাদন করলে হবে না। মানুষকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের

Scanned with CamScanner

অধিকার কর্মে, কর্মফলে আমাদের অধিকার নেই। কাজেই ফলের কামনা ত্যাগ করে, ফলাফল সমান মনে করে, যোগস্থ হয়ে, অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে, আমাদের কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এইরূপ কর্মানুষ্ঠানে কর্মফল লোপ হয়। যিনি এইরকম ভেবে কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই তিনি মোক্ষরূপ শান্তির অধিকারী।

Scanned with CamScanner

পাপকে দূর করে। তবে উভয়প্রকার ...

বস্তুমুখী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। প্রারব্ধ বা আরব্ধ কর্ম ও অনারব্ধ কর্ম এই দুটির পার্থক্য দেখাও।

[C.U. 2005, 2007]

উত্তর। কোন কর্মের ফলভোগ শুরু হয়েছে কী হয়নি—এর ভিত্তিতে কর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—একটি প্রারব্ধ বা আরব্ধ কর্ম, অপরটি অনারব্ধ কর্ম। যে সব কর্ম অতীতে সম্পাদিত হয়েছে এবং যার ফল ইতিমধ্যে কার্যকরী হতে শুরু করছে, অর্থাৎ ফলভোগ শুরু হয়ে গেছে, সেইগুলিকে প্রারব্ধ বা আরব্ধ কর্ম বলে। প্রারব্ধ কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না। আমরা যে দেহ ধারণ করেছি, আমরা যে স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করেছি, তা আমাদের প্রারব্ধ কর্মের ফল।

অপরদিকে, যে সব কর্ম অতীতে সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু এখনও ফল দেয়নি বা ফলভোগ এখনও শুরু হয়নি, সেই সব কর্মকে অনারব্ধ কর্ম বলে। অনারব্ধ কর্মকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যথা **সঞ্চিত কর্ম** ও **সঞ্চীয়মান কর্ম।**

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২। সঞ্চিত কর্ম ও সঞ্চীয়মান কর্মের পার্থক্য দেখাও।

উত্তর। অনারব্ধ কর্ম দুই প্রকার—একটি সঞ্চিত কর্ম অপরটি সঞ্চীয়মান কর্ম। যেসব কর্ম অতীতে বা বর্তমানে সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু ফলভোগ হয়নি, সেইগুলিকে সঞ্চিত কর্ম বলে। অপরদিকে যেসব কর্ম বর্তমানে সম্পাদিত হচ্ছে এবং যার ফলভোগ এখনও শুরু হয়নি, কিন্তু ফল এই জীবনে অথবা পরজীবনে ভোগ করতে পারবে, সেইগুলিকে সঞ্চীয়মান কর্ম বলে। সঞ্চীয়মান কর্মের ফলভোগ মানুষ এই জীবনে বা পরজন্মেও ভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন ৩। ভারতীয় দর্শনের সব শাখা কি কর্মবাদে বিশ্বাসী?

উত্তর। চার্বাক সম্প্রদায় ছাড়া ভারতীয় দর্শনের সব শাখা কর্মবাদে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন ৪। কোন্ কর্ম জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে?

উত্তর। সকাম কর্ম বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে। জীবের পুনর্জন্ম হয় ও দুঃখ ভোগ করে।

প্রশ্ন ৫। জন্মান্তরবাদ কি কর্মবাদের ফলশ্রুতি?

উত্তর। জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বা কর্মবাদ স্বীকার করলে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করতে হয়। কর্মবাদে বলা হয়েছে কর্মের ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। অবশ্য কেবল সকাম কর্মের জন্য জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন ৬। নিষ্কাম কর্মের জন্য কি ফলভোগ করতে হয়?

উত্তর। নিষ্কাম কর্মের জন্য ফলভোগ করতে হয় না। কারণ নিষ্কাম কর্মে ফলের প্রতি আসক্তি থাকে না—হয় ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা হয়, অথবা কর্তব্যবুদ্ধি থেকে এই কাজ সম্পাদিত হয়। ফলে কর্মফল বন্ধনের কারণ হয় না।

প্রশ্ন ৭। নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে?

উত্তর। বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন হয় তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে।

প্রশ্ন ৮। নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য কী?

উত্তর। নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য হল জগতের মঙ্গলসাধন করা, অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা।

প্রশ্ন ৯। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করার অর্থ কী?

উত্তর। বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কাজ করাই হল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা। নিম্নশ্রেণির বাসনাগুলিকে জয় করতে পারলে মানুষ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্য হয়। জগতের মঙ্গল করাই হবে মানুষের কর্তব্য। যে কাজ এই লক্ষ্যাভিমুখী সেই কাজই মঙ্গলজনক কাজ।

প্রশ্ন ১০। গীতায় কেন্দ্রীয় ধারণাটি কী?

উত্তর। গীতায় কেন্দ্রীয় ধারণাটি হল অবিরাম কাজ কর, কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না। সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু। মুক্তি হল এই বন্ধন থেকে স্বাধীনতা। নিষ্কাম কর্মের

Scanned with CamScanner

মাধ্যমেই এই স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। কর্ম এবং কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ম করলে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১১। সকাম কর্ম কী?

উত্তর। যে কাজ নিজের জন্য করা হয় বা অহংবোধ থেকে করা হয়, তাই সকাম কর্ম। নিজের সুখভোগের প্রতি আসক্তিবশত সকাম কর্ম করা হয়। এই কারণে মানুষ সকাম কর্ম সম্পাদনে দুঃখভোগ করে।

প্রশ্ন ১২। গীতায় প্রচারিত আদর্শটি কী?

উত্তর। গীতায় প্রচারিত আদর্শের নাম 'নিষ্কাম কর্মের আদর্শ'। কর্মযোগের মাধ্যম হল নিষ্কাম কর্ম।

প্রশ্ন ১৩। কর্ম কত প্রকারের হতে পারে?

উত্তর। কর্ম প্রধানত দুপ্রকার ঃ নিষ্কাম কর্ম ও সকাম কর্ম। সকাম কর্ম আবার দুপ্রকার ঃ প্রারব্ধ কর্ম ও অনারব্ধ কর্ম। অনারব্ধ কর্ম আবার দুপ্রকার ঃ সঞ্চিত কর্ম ও সঞ্চীয়মান কর্ম।

মীমাংসকগণ কর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করেন ঃ কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম। কাম্য কর্ম দুপ্রকার ঃ নিত্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম।

প্রশ্ন ১৪। চার্বাকগণ কি কর্মবাদ স্বীকার করেন?

উত্তর। নাস্তিক জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। এইজন্য তাঁরা কর্মবাদ স্বীকার করেন না।

প্রশ্ন ১৫। বৌদ্ধ সম্প্রদায় কি কর্মবাদ স্বীকার করেন?

উত্তর। বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬। কর্ম ও অকর্ম কী?

উত্তর। যা জানলে সংসাররূপ অশুভ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা-ই কর্ম। মহাজনদের পথ অনুসরণ করে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে কর্ম করতে হবে।

অকর্ম হল নিষিদ্ধ কর্ম, কর্মের অভাব নিশ্চেষ্টতা নয়।

প্রশ্ন ১৭। উদাহরণসহ সকাম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য উল্লেখ কর। [C.U. 2009]

উত্তর। কর্মযোগের মাধ্যম হল নিষ্কাম কর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে। ফলের প্রতি আসক্তিবশত যে কর্ম করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে। জ্ঞানীরা নিষ্কাম কর্ম করেন ; এই কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। অজ্ঞানী ব্যক্তি সকাম কর্ম করেন। এই কর্ম বন্ধনের হেতু হয়।

প্রশ্ন ১৮। 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বলতে কী বোঝায়? [C.U. 2009]

উত্তর। কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে, ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তাকে 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বলে।

Scanned with CamScanner

অপরিবর্তনীয় তত্ত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরমপদার্থবাদীদের (Absolutists) মধ্যেই অনেকের মতে পরিবর্তন মিথ্যা (illusory) ; আবার অনেকে পরমপদার্থে (absolute) বিশ্বাস স্থাপন করলেও পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যা হোক, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য এই যে, উভয়েই এক অপরিবর্তনীয় তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তৃতীয়তঃ, ক্রিয়াশীলতার (activity) জন্য একটি শক্তি-উৎসের কল্পনা অপরিহার্য। এই শক্তির উৎসস্বরূপও দ্রব্যের কল্পনা প্রচলিত হয়েছে। এককথায়, **দ্রব্যের বিশেষ লক্ষণ হল এর স্বাতন্ত্র্য ও স্থায়িত্ব।** দ্রব্য বিভিন্ন গুণ ও শক্তির ধারক এবং তার গুণ, ক্রিয়া ও অবস্থার নিরন্তর পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহা অপরিবর্তিত থাকে এবং নিজস্ব স্থায়ী সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে।

বুদ্ধিবাদীদের মতে দ্রব্য ঃ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণের (Rationalists) মধ্যে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, ডেকার্ট (Descartes), স্পিনোজা (Spinoza) ও লাইবনিজ (Leibniz) প্রমুখ দার্শনিকগণ দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। **প্লেটোর** মতে দ্রব্য হল সার্বিক ও সামান্য ধারণা—যা নিত্য, অপরিবর্তনীয় এবং দেশ ও কালের বহির্ভূত জাতিগত সত্তা, যথা অশ্বের জাতিগত প্রত্যয় একটি দ্রব্য কিন্তু বিশেষ বিশেষ অশ্ব দ্রব্য নয়। কিন্তু **অ্যারিষ্টটল** বলেন—সামান্য ও বিশেষ উভয়ের সংযোগ হল দ্রব্য ; সামান্য ও বিশেষের সংযোগে যে গুণসমন্বিত বিশিষ্ট সত্তা গঠিত হয় (যথা অশ্বত্ব-বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ অশ্ব) তাই প্রকৃত দ্রব্য। **ডেকার্টের** মতে যাকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপর কোন জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় না, তারই নাম দ্রব্য। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে মাত্র 'একটি দ্রব্যের' কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

এই যুক্তি বিবেচনা করেই ডেকার্ট ঈশ্বরকে 'দ্রব্য' নামে অভিহিত করেছেন। কেননা ঈশ্বর অসীম এবং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরের উপর অ-নির্ভরশীল। কিন্তু ডেকার্ট ঈশ্বর ছাড়াও জড় ও মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে জড় ও মন ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তারা পরস্পর নিরপেক্ষ দ্রব্য, জড়ের সারধর্ম হল চেতনাহীন বিস্তৃতি এবং মনের সারধর্ম বিস্তৃতিহীন চেতনা, কাজেই জড় ও মন পরস্পর বিরোধী দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য, অবশ্য এই দুটি পূর্ণদ্রব্য নয়, সৃষ্ট দ্রব্য মাত্র। ডেকার্ট আরও বলেন যে, দ্রব্যকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তবে বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোকে আমরা দ্রব্যের জ্ঞান পাই এবং উপলব্ধি করতে পারি যে, গুণ তার আধার দ্রব্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। দ্রব্য ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার গুণ ছাড়া দ্রব্যের ধারণাও করা যায় না। দ্রব্যকে একমাত্র গুণের মাধ্যমেই জানা যায়। এই মতকে প্রতিবিম্ব-জ্ঞানবাদ বলা যেতে পারে। ডেকার্টের মতে মন সক্রিয়, তা নিজের উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয় ; কিন্তু জড়ের কোন স্বাধীন গতিশীলতা নেই, তা সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন।

স্পিনোজা (Spinoza) ডেকার্টের এই ধারণার যুক্তিহীনতা বা ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাঁর মতে কোন সসীম বস্তুই সর্বতোভাবে অন্য-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই কার্টেজীয় ভুলের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করবার জন্য তিনি দ্রব্যের সংজ্ঞাকে আংশিক পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে দ্রব্য তাই যা স্বনির্ভর (বা অন্য = নিরপেক্ষ) ও যাকে অপর বিষয় বাদ দিয়েও জানা যায়। স্বনির্ভরশীলতা (Self-dependence) ও স্ববেদ্যতা (Self-intelligibility)—এই উভয় গুণ থাকলেই তবে কোন বস্তু 'দ্রব্য' আখ্যা পেতে পারে। সসীম বস্তু কখনই স্ববেদ্য হতে পারে না। অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে জানা যায় না। অতএব দ্রব্য (Substance) এক ও অসীম। এই দ্রব্যকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বর (God) ও প্রকৃতি (Nature) বলা যায়। স্পিনোজার মতে **দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি**। তিনি মন ও জড়ের স্বতন্ত্র দ্রব্যত্ব অস্বীকার ক'রে বলেন যে, অনন্ত গুণসম্পন্ন পরমদ্রব্য ঈশ্বরের এগুলি গুণ বা রূপভেদ মাত্র। জীবাত্মা ঈশ্বরের অনন্ত চেতনার প্রকাশ এবং জড় হল তাঁর অনন্ত বিস্তৃতির অবভাস। ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত, কোন বস্তুই ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। **ঈশ্বর সব এবং সবই ঈশ্বর**। এই অর্থে স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদী। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জাগতিক বস্তু-নিচয়ের, এমন কি জীবেরও, কোন স্বাধীন সত্তা নেই। স্পিনোজা এক ও অদ্বিতীয় অসীম দ্রব্য স্বীকার করায় জগতের বৈচিত্র্য, গতি ও পরিবর্তন সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। জাগতিক বস্তুর যে বহুত্ব ও পরিবর্তনশীলতা আমরা লক্ষ্য করি, স্পিনোজার মতে, সেগুলির কোন পরম সত্যতা নেই। এক ও অদ্বিতীয়, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরই পরম সত্য। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বর অপরিণামী, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি কর্তাও নন ভোক্তাও নন। কিন্তু যেখানে মাত্র একটিই দ্রব্য, সেখানে ক্রিয়াশীলতার ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভবপর? স্পিনোজার মতে, দ্রব্য অনন্ত; সুতরাং তার বিকাশ কি সম্ভবপর? অথচ জগতে প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীলতার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। সুতরাং দ্রব্যকে কিভাবে এক (one) বলা চলে? **লাইবনিজ্** এই যুক্তির উপর নির্ভর করে দ্রব্য অনন্ত সংখ্যক (there is an infinite number of substances) বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে দ্রব্যমাত্রই সরল, অযৌগিক ও অবিভাজ্য। দ্রব্য শুধু স্বনির্ভরই নয়, তা স্বরূপতঃ ক্রিয়াশীল।

লাইবনিজের মতে, দ্রব্য জড়াত্মক (material) নয়, কেননা জড়াত্মক বস্তুমাত্রই বিস্তৃতিসম্পন্ন (extended); সুতরাং যত ক্ষুদ্রই হোকনা কেন তা বিভাজ্য (divisible)। অপরদিকে অবিভাজ্য গাণিতিক বিন্দুও (mathematical points) দ্রব্য নয়, কেন না গাণিতিক বিন্দু কল্পনার বস্তু, তা বাস্তব নয়। সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্ত সম্ভব এই যে—দ্রব্য আত্মাবিশেষ (spiritual), এইরূপ দ্রব্য বা তত্ত্বের নাম চিৎপরমাণু বা চেতন পরমাণু (monad)। তাঁর মতে প্রত্যেকটি দ্রব্য হল স্বনির্ভর আত্মক্রিয়াশীল শক্তি এবং পরিবর্তনের কেন্দ্র; প্রত্যেক চিৎপরমাণু

গবাক্ষহীন অর্থাৎ বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত, এ জন্য অন্য-নিরপেক্ষ, নিত্য ও অবিনশ্বর।

লাইব্‌নিজের মতে এই সকল অযৌগিক অসংখ্য মানসিক দ্রব্য জাগতিক বস্তু-সমূহের মূল উপাদান বিশেষ। সমগ্র বিশ্বজগৎ প্রত্যেকটি চিৎপরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত; আপন আপন আভ্যন্তরিক শক্তি অনুযায়ী চিৎপরমাণুগুলি জাগতিক বিষয়কে আপন আপন সত্তার মধ্যে চিত্রিত করে। কাজেই এক একটি চিৎপরমাণু যেন জগতের এক ক্ষুদ্র চিত্র বা প্রতিরূপ। কোন কোন চিৎপরমাণুর মধ্যে প্রতিচ্ছবি-গুলি স্পষ্ট আবার কোন কোনটির মধ্যে সেগুলি অস্পষ্ট; আবার অনেক চিৎপরমাণু আছে যারা প্রতিচ্ছবিগুলি সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয় যদিও চৈতন্য সব মনাড বা চিৎপরমাণু ধর্ম। চেতনার প্রকাশের বা প্রতিচ্ছবি গ্রহণের মাত্রার তারতম্য অনুসারে লাইব্‌নিজ চারিপ্রকার চিৎপরমাণুর উল্লেখ করেছেন—(১) আত্মসচেতন, (২) চেতন, (৩) অবচেতন, (৪) নির্জ্ঞান। বিকাশের সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে ধাতব পদার্থ অবস্থিত; ধাতব পদার্থ হল নির্জ্ঞান অবস্থা। এদের উপরের স্তরে রয়েছে চেতন ইতরজীব। লাইব্‌নিজ এদের আত্মা আখ্যা দিয়েছেন। সর্বোচ্চস্তরে রয়েছে আত্মসচেতন মানুষ। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু। ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণ-ভাবে চেতনা বিদ্যমান, তিনি পূর্ণরূপে আত্মসচেতন, বিশুদ্ধ, পরমশক্তি। তাই লাইব্‌নিজের মতে, ঈশ্বর হলেন সকল চিৎপরমাণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু। ঈশ্বরই সকল চিৎপরমাণু সৃষ্টি ক'রে তাদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা পূর্ব থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছেন।

বুদ্ধিবাদী মতের সমালোচনা ঃ (১) বুদ্ধিবাদীরা সাধারণতঃ দ্রব্যকে গুণের ধারক হিসাবে নির্গুণ শুদ্ধ আধাররূপে গণ্য করেন। দ্রব্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। এরূপ ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র। গুণসমূহের ধারক হিসাবে নির্গুণ দ্রব্যের ধারণা নিছক অমূর্ত ও শূন্যগর্ভ।

(২) বুদ্ধিবাদীদের মতে দ্রব্য প্রত্যক্ষগম্য নয়, দ্রব্য হল বুদ্ধিগম্য এবং এর ধারণা সহজাত। অথচ দ্রব্যের সংখ্যা ও স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই—কেউ একটি, কেউ তিনটি, আবার কেউ বহু দ্রব্য স্বীকার করেন।

(৩) বুদ্ধিবাদীরা ঈশ্বরকে যে পরম দ্রব্যরূপে স্বীকার করেন—তা এমন একটি প্রকল্প—যে প্রকল্প যাচাইযোগ্য নয়। স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন অকাট্য যুক্তি বা প্রমাণ নেই।

(৪) সাধারণ ভাষায় দ্রব্য বলতে আমরা বুঝি টেবিল, চেয়ার, ফুল, ফল ইত্যাদি—যেগুলি প্রত্যক্ষের গোচরীভূত, এই অর্থে চিৎপরমাণু—যা প্রত্যক্ষের অগোচর= আমাদের বোধগম্য নয়।

দৃষ্টিবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে দ্রব্য ঃ—অপরদিকে অভিজ্ঞতাবাদী বা দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণ যথা লক (Locke), বার্কলি (Berkeley) ও হিউম

(Hume) দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা যে কতটা জ্ঞান সম্ভব সে সম্পর্কে এই তিনজন একমত নন।

লকের মতে, গুণ থেকে আমরা দ্রব্যের ধারণা পাই। আমরা দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ করে গুণাবলীর আশ্রয় হিসাবে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করি। কিন্তু গুণগুলিকে যে 'দ্রব্যের' গুণ বলে আমরা মনে করি, সেই দ্রব্য সম্পর্কে আমাদের কোনই জ্ঞান নেই। **লকের মতে, দ্রব্য হল গুণসমূহের কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞাত-ও-অনিশ্চিত আধার অথচ এইরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় গুণাধার (substratum of quality) কল্পনা না করেও উপায় নেই।** সংবেদন (sensation) থেকে বিস্তৃত ও ঘনাকার দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং অনুচিন্তন (reflection) থেকে আমরা মন বা চিন্তনশীল দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি। "সাধারণ লোকের মতোই লক গুণের আধার রূপে তিন জাতীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের আধার হিসাবে জড় দ্রব্য; সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণের আধার হিসাবে আত্মা আর সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণের অধিষ্ঠান হিসাবে ঈশ্বর এই তিন জাতীয় দ্রব্য।" (ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী প্রণীত 'দর্শনের ভূমিকা') লক দৃষ্টিবাদী হয়েও দ্রব্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদী ডেকার্টের সূত্র অনুসরণ করেছেন। লক বলেন—দ্রব্য আমাদের চিন্তার মিশ্র ও জটিল ধারনা হলেও বস্তুতঃ তার স্বাধীন বস্তুগত সত্তা আছে। গুণের আশ্রয় ও সংবেদন সৃষ্টির কারণ হিসাবে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু লকের মতে এই জড়দ্রব্যের আসল স্বরূপ কি তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। লকের মতে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জড়-জগতের অস্তিত্ব অনুমান করি, অপরপক্ষে আমাদের নিজেদের মন বা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অনুভব মূলক জ্ঞান পাই আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রকার যুক্তিমূলক বা প্রামাণিক জ্ঞান পাই। **বার্কলির** মতে, জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয় বলে তার অস্তিত্ব নেই। বার্কলি দৃষ্টিবাদী দার্শনিক হিসাবে বলেন—যেহেতু ইন্দ্রিয়ানুভবে কেবল গুণই পাওয়া যায় সেইহেতু এক একটি দ্রব্য বিশেষ বিশেষ গণগুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই নয়। জড় দ্রব্যের মনোনিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তাঁর মতে পাহাড়, বৃক্ষ, চেয়ার প্রভৃতি জড় দ্রব্য হল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাসমূহের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল অনুক্রম। এক একটি জড় বস্তু হল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার এক একটি পরিবার অর্থাৎ এগুলি মনের এক একটি অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বার্কলি বিভিন্ন ধারণার আধার হিসাবে আত্মা বা মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন এবং জগতের যাবতীয় বস্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। প্রত্যক্ষকারী মন বা আত্মার অস্তিত্ব অনসীকার্য। বার্কলির মতে, আত্মা হল এরূপ সবল, অবিভাজ্য, অবিনশ্বর ও সক্রিয়সত্তা—যা প্রত্যক্ষ ক'রে ও ধারণা উৎপন্ন করে। ঈশ্বর হলেন অসীম মন আর আমি ও তোমরা

সসীম মন। আমাদের সুশৃংখল অভিজ্ঞতার মূলকারণ হলেন ঈশ্বর। যাবতীয় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অসীম আত্মা ঈশ্বর কর্তৃক উৎপন্ন হয়।

হিউম বার্কলির পথ অনুসরণ করে আরও ধ্বংসাত্মক (destructive) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যে যুক্তিতে বার্কলি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন সেই একই যুক্তিতে শুধু জড় দ্রব্য কেন, এমন কি মনের দ্রব্যত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বও তিনি অস্বীকার করেছেন। হিউমের মতে, সংবেদনসমষ্টির সমাবেশের বৈচিত্র্যের জন্যই কখনও জড় কখনও মন-এই দুই বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মে। কিন্তু জড়, মন ও ঈশ্বর বলে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা নেই, কারণ অপরিবর্তনীয় সত্তার ইন্দ্রিয়ানুভব সম্ভব নয়। তাঁর মতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ একত্র সমাবিষ্টগুণ-সমূহের নামই এক একটি দ্রব্য। একটি দ্রব্য হল কতকগুলি গুণের সমষ্টি ঠিক একটি পেঁয়াজ যেমন কতকগুলি খোসার সমষ্টি। গুণসকলের অতিরিক্ত দ্রব্যের বাস্তবিক সত্তা নেই। যাকে আমরা জড়দ্রব্য বলি তা কতকগুলি গুণের সংবেদনের সমষ্টিমাত্র এবং যাকে আত্মা বা মন বলি তা হল চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র বা প্রবাহমাত্র। আবার প্রত্যক্ষলব্ধ নয় বলে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। হিউম বলেন—"দ্রব্যের ধারণা হল কল্পনার দ্বারা সংযুক্ত নিছক কতকগুলি সবল ও মৌলিক ধারণার গুচ্ছ—যার উপর একটি বিশেষ নাম আরোপ ক'রে উপস্থাপিত করা হয়।" গুণসমষ্টির অন্তর্নিহিতবাদের আধার-রূপে অপরিবর্তনীয় স্বকীয় ঐক্য বিশিষ্ট দ্রব্যের ধারণার অনুরূপ কোন সংবেদন আমরা অনুভব করি না, এরূপ এক ও অভিন্ন অপরিবর্তনীয় দ্রব্যের ভুল ধারণা আমাদের অভ্যাসজাত কল্পনা মাত্র। হিউমের মতে, কি বাহ্য জগতে আর কি মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা সংবেদন হল পরস্পর বিচ্ছিন্ন—যেগুলি আনুষঙ্গের মাধ্যমে এবং কাল্পনিক কার্য-কারণ সম্বন্ধে যান্ত্রিকভাবে যুক্ত হয়। হিউম প্রত্যক্ষবাদের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে প্রত্যক্ষের বহির্ভূত অপরিবর্তনীয় আত্মার (কি জীবাত্মার আর কি ঈশ্বরের) অস্তিত্ব খণ্ডন ক'রে বার্কলির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। হিউম যাবতীয় দ্রব্য—কি জড়, কি মন আর কি ঈশ্বর—অস্বীকার ক'রে সংশয়বাদে উপনীত হয়েছেন।

দৃষ্টিবাদী মতের সমালোচনা ঃ দৃষ্টিবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীদের আলোচনা থেকে দেখি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই দ্রব্য সম্পর্কে কোন সদর্থক (affirmative) উত্তর দিতে পারেন নি। অর্থাৎ তাঁদের অভিমতকে এক কথায় দ্রব্য সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) বলে অভিহিত করা যায়। তাঁদের মতে, একমাত্র গুণকেই ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায়। এখন একটি প্রশ্ন হল—গুণই যদি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহলে কি রকম গুণের প্রত্যক্ষ হয়? সবুজ না সবুজত্ব? উচ্চ না উচ্চতা?

একথা সকলেই স্বীকার করবে যে, সবুজত্ব, উচ্চতা প্রভৃতি গুণবাচক বিশেষ্যপদ অমূর্ত ; এগুলির ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। একমাত্র সবুজ, উচ্চ প্রভৃতি বিশেষণগুলি কোন-না-কোন দ্রব্য আশ্রিত বলে এগুলির ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। যখন বলি সবুজ দেখছি, তখন কোন-না-কোন সবুজ দ্রব্য দেখছি—যেমন সবুজ ঘাস বা সবুজ শাড়ি দেখছি। তদনুরূপ যখন বলি উচ্চ, তখন হয় উচ্চ পাহাড় বা উচ্চ অট্টালিকা বা উচ্চ অন্য কোন দ্রব্য—যা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং দ্রব্য-আশ্রিত গুণ অর্থাৎ দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত গুণই আমরা প্রত্যক্ষ করি। নির্গুণ দ্রব্য যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর তেমনি দ্রব্যহীন গুণও অমূর্ত ও অননুভবনীয়। তাই গুণকে বাদ দিয়ে যেমন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না তেমনই দ্রব্যকে বাদ দিয়ে শুধু গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। গুণ হল দ্রব্যের বিকাশ। দ্রব্য ব্যতীত গুণ অর্থহীন ; গুণ অবিচ্ছেদ্যভাব দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্য বস্তুতঃ বিভিন্ন গুণের ঐক্যসূত্ররূপে বিভিন্ন গুণের গুচ্ছ বা সমষ্টি মাত্র নয় যদিও তা গুণ থেকে পৃথক সত্তা নয় ; দ্রব্য গুণাবলীর গুচ্ছ অপেক্ষা অধিক। কি সাধারণ ভাষায় আর কি বৈজ্ঞানিক ভাষায়, প্রত্যেক ভাষায় দ্রব্যবাচক শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য। এমন কি, দৃষ্টিবাদীরাও এর ব্যতিক্রম দেখাতে পারেন নি। সুতরাং হিউম প্রমুখ দৃষ্টিবাদীরা যখন বলেন—দ্রব্য হল অলীক কল্পনা বা আদিম সংস্কার মাত্র তখন তাঁদের উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

অবশ্য জন লক বলেন—আমাদের মন যে সংবেদন গ্রহণ করে তার কারণ বা উৎস হিসাবে মনোনিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় জড়দ্রব্যের সত্তা স্বীকার করা প্রয়োজন। গুণের আশ্রয় ও সংবেদন সৃষ্টির কারণ হিসাবে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর মতে এই দ্রব্যের আসল স্বরূপ কি তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এর শুধু অস্তিত্বই আমরা জানতে পারি, কিন্তু এর স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন পরিচয় পাই না। আমরা সাক্ষাৎভাবে শুধু গুণাবলীই জানতে পারি, এই গুণাবলীর ধারণার মাধ্যমে কারণস্বরূপ দ্রব্যের বাস্তব অস্তিত্ব অনুমান করি। আমরা সরাসরি কোন বস্তুরই সাক্ষাৎ পরিচয় পাই না। কিন্তু লকের এই মতবাদে যথেষ্ট অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। যা কখনও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় তার অস্তিত্ব কিরূপে অনুমান করা সম্ভব ? কাজেই লকের মতবাদ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বাহ্যবস্তু অর্থাৎ জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত নয়। ক যদি আমাদের অভিজ্ঞতার সদা বহির্ভূত হয় এবং তার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব না হয়, তাহলে আমরা কখনও বলতে পারব না যে, ক হল খ-এর কারণ বা আধার।

বার্কলি লকের সমালোচনা করে বলেন—কোন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকে তুলনা করা যায় একমাত্র অন্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সঙ্গেই, কিন্তু তার বহির্ভূত কোন কল্পিত কারণের সঙ্গে নয়। লকের সমগ্র দর্শনই আরোগ্যের অতীত সংশয়বাদে পরিণত হয়েছে। লকের মতবাদে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে তা হল এই যে, তিনি জড়দ্রব্যের

মনো-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করেন অথচ তাকে জানার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। এর ফলে ভৌতদ্রব্য এবং তার গুণাবলীর অস্তিত্বের পক্ষে তার যুক্তি অচল হয়ে পড়ে। বার্কলির ভাববাদ অনুসারে বাহ্য জগৎ তথা জড়দ্রব্যের মনোনিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তিনি বলেন—জড়দ্রব্যসমূহ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার পরিবারভুক্ত এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিবন্ধ অর্থাৎ কারণ একটি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকে অপর্যবেক্ষণীয় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা-এর-কারণের সঙ্গে কখনও যুক্ত করা যায় না। কিন্তু এই মতটিকে স্থির ভাবে ধরে না রেখে—এর পরিবর্তে ধর্মপরায়ণ বার্কলি বলেন—যাবতীয় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা অসীম আত্মা ঈশ্বর কর্তৃক উৎপন্ন হয়। আমাদের সুশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার মূল কারণ হলেন ঈশ্বর—যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা দান করেন।

যে মুহূর্তে বার্কলি অভিজ্ঞতাসমূহের কারণ হিসাবে ঈশ্বরকে প্রবর্তন করলেন সেই মুহূর্তে তাঁকে ভীষণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল। তাঁরই মতানুসারে আমাদের জ্ঞান যদি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত থাকে, তাহলে অভিজ্ঞতার কারণ হিসাবে তার বহির্ভূত ঈশ্বর যে আছেন তা আমরা কিরূপে জানতে পারব? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ত আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয়। অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ঈশ্বরকে যদি বার্কলি নির্বিচারে স্বীকার করতে পারেন তাহলে অভিজ্ঞতার বহির্ভূত দ্রব্যকে অভিজ্ঞতার কারণ হিসাবে তিনি স্বীকার করলেন না কেন? বার্কলি বলেন—জড়দ্রব্যকে স্বীকার করলে স্ব-বিরোধ ঘটবে। আমরা বলব—বার্কলি কোন্ যুক্তিতে ঈশ্বরের প্রবর্তন করলেন—যা স্ব-বিরোধ-মুক্ত?

কান্টের মতবাদ ঃ—কান্টের মতে, দ্রব্য মনোনিরপেক্ষ বস্তুগত সত্তাও নয় আবার কতকগুলি গুণসংবেদনের সমাবেশও নয়। দ্রব্য হল গুণসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার একটি মৌলিক ও অপরিহার্য প্রত্যয় বা মনোগত জ্ঞানাকার মাত্র। কিন্তু সেই কারণে একে কোন ব্যক্তি বিশেষের আত্মগত ব্যাপার বলা চলে না। কেননা পরিদৃশ্যমান জগৎ বুঝতে গেলে 'দ্রব্য' এই অপরিহার্য জ্ঞানাকার ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তা ছাড়া দ্রব্য অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ নয়, বরং অভিজ্ঞতাই দ্রব্য-রূপ ধারণা সাপেক্ষ। কেননা দ্রব্যকে বাদ দিয়ে পরিবর্তনশীল অবভাসের (phenomena) অভিজ্ঞতা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু দ্রব্যের প্রত্যয় শুধু পরিদৃশ্যমান অবভাসিক জগতের অভিজ্ঞতাতেই সত্য, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-স্বরূপের (thing-in-itself) উপর এটি প্রযোজ্য নয়।

হেগেলের মতবাদ ঃ—হেগেলের মতে, দ্রব্য শুধু মানবমনের প্রত্যয় বা জ্ঞানাকার নয়, তা পরম পদার্থ তথা বস্তু-স্বরূপের আকারও বটে, কারণ মানবমন ও বস্তুজগৎ উভয়ই পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের প্রকাশ। কাজেই দ্রব্য মনোগত ও বস্তুগত উভয়ই। হেগেল আরও বলেন যে, দ্রব্য গুণের আধারমাত্র নয়। এ হল গুণসমূহের অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্তা এবং গুণসমূহে প্রকাশিত হওয়াই এর স্বাভাবিক ধর্ম। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিদ্যমান; এক কথায়, দ্রব্য তার বিভিন্ন গুণ ও

৪। দ্রব্য সম্বন্ধে ডেকার্টের মত
(Substance, according to Descartes) :

যুক্তি ও প্রজ্ঞার সহায়তায় বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা বা সহজ জ্ঞানের মাধ্যমে ডেকার্ট তিন প্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন—(১) ঈশ্বর, (২) আত্মা বা মন এবং (৩) জড়জগৎ। তাঁর মতে, ঈশ্বর এমন এক অসীম দ্রব্য যাঁর উপর অপর যাবতীয় বস্তুই নির্ভর করে, কিন্তু তিনি অপর কারও উপর নির্ভরশীল নন। আত্মা বা মন এমন একটি দ্রব্য যার সারধর্ম হল চিন্তা বা চেতনা। দেহ বা জড় এমন একটি দ্রব্য যার সারধর্ম হল বিস্তৃতি।

দ্রব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডেকার্ট বলেছেন—দ্রব্য হল এমন অস্তিত্বশীল বস্তু যা স্বকীয় অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন পদার্থের উপর নির্ভর করে না, একমাত্র নিজের উপরই নির্ভরশীল। এই অর্থে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই একমাত্র পরম ও পূর্ণ দ্রব্য, কারণ তিনি স্বয়ম্ভূ (Self-caused or Causa Sui), এজন্য অন্য কোনও সত্তার উপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে না, বরং অন্য সকল পদার্থই তাঁর উপর নির্ভরশীল। মন ও জড়বস্তু উভয়ই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ; এজন্য যে অর্থে ঈশ্বরকে দ্রব্য বলা হয় সেই অর্থে তাদের দ্রব্য বলা যায় না। তবে মন ও জড় উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্ট বলে তাঁর উপর নির্ভরশীল হলেও তারা পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল অর্থাৎ মন জড়ের উপর নির্ভরশীল নয় আবার জড়ও মনের উপর নির্ভরশীল নয়। মন ও জড় পরস্পর স্বতন্ত্র বলে আপেক্ষিক অর্থে এই দুটিকেও ডেকার্ট দ্রব্য আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এই দুটিকে তিনি পরম ও পূর্ণ দ্রব্য না বলে সৃষ্ট দ্রব্য রূপে গণ্য করেছেন।

ডেকার্টের মতে, দ্রব্যকে একমাত্র গুণের মাধ্যমে জানা যায়। এই গুণ হল দ্রব্যের সারধর্ম, কোন আগন্তুক ধর্ম নয়, কারণ গুণ আবশ্যিকভাবে দ্রব্যের মধ্যে নিয়মিত আশ্রিত। এজন্য গুণ ব্যতীত দ্রব্যকে চিন্তা করা যায় না এবং তার অস্তিত্বও থাকতে পারে না। গুণ আবার নিজেকে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত করে ; গুণের এই বিভিন্ন বিকাশকে আকৃতি বা ধরন (modes) বলা হয়। আকৃতি বা ধরন পরিবতনশীল কিন্তু গুণ অপরিবর্তনশীল। ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় বলে তাঁর আকৃতি বা ধরন নেই, কিন্তু জড় ও মন—এই দুটি দ্রব্যের আকৃতি বা ধরন আছে। চিন্তা বা চেতনা মনরূপ দ্রব্যের গুণ বা সারধর্ম আর অনুভূতি, ইচ্ছা, কামনা ইত্যাদি মনের ধরন বা আকৃতি। তদনুরূপ বিস্তৃতি জড়ের গুণ আর মূর্তি, অবস্থান, গতি ইত্যাদি জড়ের ধরন বা আকৃতি। (Extension is the essential or constitutive attribute of body, and thought of mind. Body is never without extension, and mind is never without thought.") মন চেতনা ছাড়া থাকতে পারে না ; কিন্তু ইচ্ছা' অনুভূতি ইত্যাদি ছাড়া থাকতে পারে। তদনুরূপ জড় বিস্তৃতি ছাড়া

থাকতে পারে না, কিন্তু তার বিশেষ বিশেষ মূর্তি, গতি ইত্যাদি ছাড়াও থাকতে পারে। বর্ণ, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি জড়দ্রব্যের গৌণগুণ বা ধরনমাত্র (modes), তারা সারধর্ম নয়, কারণ এগুলির পরিবর্তন বা বিলুপ্তি হলেও জড়দ্রব্যের পরিবর্তন বা বিলুপ্তি ঘটে না। কিন্তু বিস্তৃতির অপসারণ হলে জড়ও আবশ্যিকভাবে ধ্বংস হবে। ("Sense qualities, as colour, sound, odour cannot constitute the essence of matter, for their variation or less changes nothing in it; can abstract from them without the material thing disappearing. There is one property, however extensive magnitude, whose removal would imply the destruction of matter itself")। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ডেকার্ট গুণ (attribute) ও ধরন (mode)—এই দুটির মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তাকে অনুসরণ ও ভিত্তি করে পরবর্তীকালে জন লক মুখ্যগুণ (Primary quality) ও গৌণ গুণ (Secondary quality)—এই দু-প্রকার গুণকে যথাক্রমে বস্তুগত ও মনোগত বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ মুখ্যগুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে আর গৌণগুণ ব্যক্তি বা জ্ঞাতার জ্ঞানসাপেক্ষ, তার বস্তুনিষ্ঠ কোন ধর্ম নেই—লকের এই মতবাদের আভাস ডেকার্টের দর্শনেই নিহিত আছে।

পরিশেষে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল ঈশ্বর ও জড়কে দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে গণ্য করে দ্বৈতবাদের (Dualism) সূচনা করেন। পরবর্তীকালে ডেকার্ট জড় বা দেহ ও মন—এই দুটিকে পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার করে দ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, জড় ও মন পরস্পর বিরোধী দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য, কারণ জড়ের সারধর্ম হল চেতনাহীন বিস্তৃতি এবং মনের সারধর্ম হল বিস্তৃতিহীন চেতনা, মন স্বাধীন ও সক্রিয়, তা স্বকীয় উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়; কিন্তু জড়ের কোন স্বাধীন গতিশীলতা নেই, সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক নিয়মাধীন: জড়দ্রব্য বিস্তৃতি সম্পন্ন বলে তা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়। ডেকার্ট জড় জগতের ন্যায় জীবদেহের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর এই যান্ত্রিক মতবাদ অ্যারিস্টটলের জৈববাদ থেকে পৃথক। ডেকার্ট বিশেষ জৈবশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

দ্বৈতবাদ গ্রহণে আমাদের প্রধান অসুবিধা এই যে, জড় বা দেহ ও মন—এই দুটি স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র, পরস্পর নিরপেক্ষ বিরোধী দ্রব্য হলে তাদের মধ্যে বাস্তবিক ক্ষেত্রে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়। ডেকার্ট অবশ্য বলেন যে, দেহ ও মনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে; মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থির (Pineal gland) মাধ্যমে দেহ ও মনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং তারই ফলে দেহ মনের মধ্যে এবং মন দেহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু দেহ ও মন যদি পরস্পর বিরোধী-ধর্মী স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়, তা হলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় তা আমাদের বোধগম্য হয় না। অবশ্য

ডেকার্টের মতে, দেহ ও মনের মধ্যে ঐক্য স্বরূপগত না হলেও এই ঐক্য বরং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের অলৌকিক ক্রিয়ার ফল।

৫। দ্রব্য সম্বন্ধে স্পিনোজার মত
(Substance according of Spinoza) :

স্পিনোজা তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক ডেকার্টের প্রদত্ত দ্রব্যের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে দ্রব্য সম্বন্ধে মতবাদ গঠন করেছেন। ডেকার্টের মতে, যাকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপর কোন জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় না তারই নাম দ্রব্য (Substance)। দ্রব্য হল এমন অস্তিত্বশীল বস্তু যার অস্তিত্ব অন্য-নিরপেক্ষ এবং যা আত্ম-নির্ভরশীল। (Substance is an existent thing which requires nothing but itself in order to exist.") এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে মাত্র 'একটি' দ্রব্যের কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তি বিবেচনা করেই ডেকার্ট ঈশ্বরকে 'দ্রব্য' নামে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরই একমাত্র পরম ও পূর্ণ দ্রব্য, কারণ তিনি স্বয়ম্ভু (Self-caused), অন্য কোনও সত্তার উপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে না, বরং অন্য সকল পদার্থই তাঁর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ডেকার্ট ঈশ্বর ছাড়াও জড় ও মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন। এটি হল ডেকার্টের দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ও অসঙ্গতি, কারণ তিনি তিনটি দ্রব্য স্বীকার ক'রে তাঁরই প্রদত্ত দ্রব্যের সংজ্ঞার বিরোধিতা করেছেন। স্পিনোজা ডেকার্টের এরূপ ধারণার যুক্তিহীনতা বা ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। স্পিনোজার মতে, কি জড় আর কি মন—কোন সসীম বস্তুই সর্বতোভাবে অন্য-নিরপেক্ষ হতে পারে না, সুতরাং এগুলির কোনটিই 'দ্রব্য' বলে গণ্য করা যায় না। সেজন্য কার্টেজীয় ভুলের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করবার জন্য তিনি দ্রব্যের সংজ্ঞা আংশিক পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে, দ্রব্য তাই যা স্ব-নির্ভরশীল (বা অন্য-নিরপেক্ষ) ও যা অপর বিষয় বাদ দিয়েও জানা যায়। ("By Substance, I mean this which is (exists) in itself, and is conceived through itself : in other words, that of which a conception can be independently of any other conception." স্ব-নির্ভরশীলতা (Self-dependence) ও স্ব-বেদ্যতা (Self- intelligibility)—এই উভয় বৈশিষ্ট্য থাকলে তবে কোন বস্তু 'দ্রব্য' আখ্যা পেতে পারে। সসীম বস্তু কখনও সবেদ্য হতে পারে না। অতএব দ্রব্য এক ও অসীম। দ্রব্যের স্বরূপের মধ্যে যেহেতু পূর্ণতার ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত সেহেতু এই পূর্ণতা থেকেই দ্রব্যের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। এই দ্রব্যকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বর (God) ও প্রকৃতি (Nature) বলা যায়। স্পিনোজার মতে, **দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি।** স্পিনোজা মন ও জড়ের স্বতন্ত্র দ্রব্যত্ব অস্বীকার করে বলেছেন, যে, ঈশ্বরই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দ্রব্য ; ঈশ্বরের অনন্ত গুণ ; তাঁর অনন্ত ও অসংখ্য গুণের মধ্যে কেবলমাত্র চেতনা ও বিস্তৃতি—এ দুটি

গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। জড় ও মন অর্থাৎ বিস্তৃতি ও চেতনা একমাত্র পরম দ্রব্য ঈশ্বরেরই গুণ বা রূপভেদ মাত্র।

স্পিনোজা দ্রব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা থেকে তিনি দ্রব্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করেছেন ঃ—

(ক) **দ্রব্য স্বয়ম্ভু (Self-caused or causa sui)** ; দ্রব্য স্বকীয় অস্তিত্বের জন্য যেহেতু স্ব-নির্ভর (বা অন্য-নিরপেক্ষ) সেহেতু তা অন্য কোন বস্তু দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

(খ) **দ্রব্য অসীম ও অনন্ত** ; দ্রব্য যদি সসীম হত ; তা হলে তা অপর দ্রব্য কর্তৃক সীমিত হত এবং ফলস্বরূপ তা অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল হত। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে দ্রব্য স্বনির্ভর।

(গ) **দ্রব্য এক ও অদ্বিতীয়** ; যদি দুটি বা ততোধিক দ্রব্য থাকত, তা হলে একটি অপরটির দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ত এবং ফলস্বরূপ কোনটিই অসীম হত না।

(ঘ) **দ্রব্য, কি মানসিক আর কি ভৌতিক—সকল পদার্থের সারসত্তা ও আদি কারণ** ; যাবতীয় জাগতিক ও মানসিক বিষয় দ্রব্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

(ঙ) **দ্রব্য স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয়** ; তারই মধ্যে যদি কোন বাস্তব পরিবর্তন বা রূপান্তর হত, তা হলে স্বকীয় স্বভাব থেকে পৃথক সত্তায় পরিণত হত। কিন্তু দ্রব্য আপন স্বরূপেই সদা অভিন্ন থাকে।

(চ) **দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন** ; তা স্বকীয় সত্তার বহির্ভূত কোনও বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, কারণ তা অসীম, তার বহির্ভূত কোন বস্তুরই সত্তা নেই। তার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-বিধি দ্বারা যাবতীয় ঘটনা ঘটে। সুতরাং যা আত্ম-নিয়ন্ত্রিত তার পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান।

(ছ) **দ্রব্য অনন্তগুণসম্পন্ন** ; তার গুণাবলী সুনির্দিষ্ট করা যায় না, কারণ কোন সুনির্দিষ্ট গুণে দ্রব্যকে গুণান্বিত করলে তাকে সীমাবদ্ধ করা হবে ; কিন্তু দ্রব্য স্বরূপতঃ অসীম ও অনন্ত।

স্পিনোজার মতে, এই এক ও অদ্বিতীয় দ্রব্যই হল ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পিনোজা চারটি প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর প্রথম প্রমাণ হল তত্ত্ববিষয়ক (Ontological) অর্থাৎ অসীম দ্রব্য হিসাবে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা স্বয়ং একটি সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা এবং যেহেতু তিনি অসীম সেহেতু তাঁর অস্তিত্বের অভাব থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর অস্তিত্বের ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ নেই, কাজেই তাঁর অস্তিত্ব অসম্ভব নয়, এবং যা অসম্ভব নয় তা অবশ্য অস্তিত্বশীল। তৃতীয়তঃ, যদি কোন সসীম বস্তু মূলতঃ সসীম কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তা হলে অনবস্থা দোষ (ad infinitum or infinite regress) ঘটে ; সুতরাং প্রত্যেক সসীম বস্তুর চরম বা মূল

কারণ অবশ্যই অসীম দ্রব্য ঈশ্বর। চতুর্থতঃ, অসীম দ্রব্য আবশ্যিকভাবে অসীম-শক্তি-সম্পন্ন, এই অসীম শক্তি দ্বারাই ঈশ্বর নিত্য নিজেকে সংরক্ষিত করেন।

স্পিনোজার মতে, ঈশ্বর যেহেতু যাবতীয় জাগতিক পদার্থের মূল কারণ সেহেতু তিনি জগতের বহির্ভূত নন, তিনি সম্পূর্ণভাবে জগৎ ও জীবের অন্তর্বর্তী। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত, তাঁকে আশ্রয় করেই জগৎ ও জীব বিদ্যমান। জগতের কোন বস্তুই ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। ঈশ্বরের সত্তা ও বিশ্বের সত্তা অভিন্ন অর্থাৎ জগৎ ও ঈশ্বর এক। **সবই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সব।** জগতের যে বহুত্ব ও পরিবর্তনশীলতা আমরা লক্ষ্য করি তাদের কোন পরম সত্যতা নেই। যখন আমরা বলি যে, ঈশ্বর জগতের কারণ, তার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর জগতের মধ্যে নিজের স্বরূপকে বস্তুতঃ রূপান্তরিত করেন; সকল বস্তুর সারসত্তা বা মূল কারণ হিসাবে ঈশ্বরকে স্পিনোজা natura naturans আখ্যা দিয়েছেন আবার ঈশ্বরই তার কার্য বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মধ্যে প্রতিভাত বলে স্পিনোজা তাঁকে natura naturata আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ ঈশ্বরই কারণ ও কার্য উভয়ই, কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন ভেদ নেই, কারণ হিসাবে তিনি natura naturans আবার কার্য হিসাবে তিনিই natura naturata।

স্পিনোজার মতে, একটি ত্রিভুজ যেমন তার সমগ্র বৈশিষ্ট্য সহ চিরকাল একরূপ থাকে, ঈশ্বর তেমনই অনন্ত বিকার সহ চিৎ ও অচিৎ-এর আধাররূপে চিরকাল একইরূপ থাকেন। আমরা কেবলমাত্র সসীম জাগতিক দৃষ্টিতেই জগতের পরিবর্তন দেখতে পাই। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে (Sub-Specie eternitatis) জগৎ অপরিণামী ও পরিবর্তনহীন। জগতের সকল বিষয়ই ঈশ্বর থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, কাজেই জাগতিক বস্তুনিচয়ের, এমন কি জীবেরও, স্বাধীন সত্তা ও অভিনবত্ব নেই।

পরিশেষে, স্পিনোজা পরম দ্রব্য ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা বলে স্বীকার করেন নি, কারণ তার মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে ভাবাবেগ বর্জিত, তিনি স্বরূপতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে কোন কোন বস্তু লাভের প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা তাঁর থাকতে পারে না; তিনি কামনাবর্জিত বলে কোন উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা দ্বারা চালিত হন না; ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুৎসিৎ, ইচ্ছা, বিরক্তি ইত্যাদি কোন গুণই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এজন্য স্পিনোজা তাঁকে ব্যক্তি বলে গণ্য করেন নি।

স্পিনোজার মতে, দ্রব্যের তথা ঈশ্বরের কোন ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ ব্যক্তিত্ব যদি দ্রব্যের গুণ হয় তা হলে অসীম দ্রব্য সীমাবদ্ধ সত্তায় পরিণত হয়ে পড়বে। যেহেতু ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক সত্তা সেহেতু সাধারণ অর্থে তাঁর কোন বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি থাকতে পারে না। এজন্য ঈশ্বর কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কোন ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে না বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষা, আবেগ বা প্রবণতাও থাকতে পারে না। ঈশ্বর স্বরূপতঃ অস্তিত্বশীল, তাঁর সত্তা

থেকেই জগতের সব বস্তু আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয় ; এই আভ্যন্তরিক আবশ্যিকতাই হল ঐশ্বরীয় স্বাধীনতা—যা অবাধ নিয়ন্ত্রণহীনতাও নয় আবার বহির্নিয়ন্ত্রণও নয়। যেহেতু ঈশ্বরের আভ্যন্তরিক স্বরূপ থেকে জগৎ নিঃসৃত সেহেতু তিনি জগতের বহির্বর্তী নন, তিনি জগতের অন্তর্বর্তী সার সত্তা।

সমালোচনা ঃ স্পিনোজার মতে পরম দ্রব্য হিসাবে একমাত্র ঈশ্বরেরই প্রকৃত সত্তা রয়েছে এবং বৈচিত্র্যময় জগৎ ও জীবের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় দ্রব্য হল নিছক শূন্যগর্ভ ; বৈচিত্র্যবর্জিত ঐক্য অর্থহীন ; বৈচিত্র্যের উপরই ঐক্যের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি নির্ভরশীল। জগৎ হল প্রকৃতপক্ষে পরম দ্রব্য ঈশ্বরের বাস্তব প্রকাশ। জগতের বাস্তব সত্তার দিকটি স্পিনোজার দর্শনে উপেক্ষিত হয়েছে। আবার দ্রব্য স্পিনোজার দর্শনে নির্বিশেষ ঐক্য বলে গণ্য হয়, তাই সবিশেষ বৈচিত্র্যময় বাস্তব সমাবেশকে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, স্পিনোজা ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয়রূপে গণ্য করেছেন বলে জগতের যে নানা পরিবর্তন ঘটছে তা তিনি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি কাল ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন, কিন্তু কাল ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সম্ভব কি ? তৃতীয়তঃ, স্পিনোজার দর্শনে ঈশ্বর একমাত্র দ্রব্য বলে গণ্য হওয়ায় মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়েছে, ফলে স্পিনোজা মানুষের নৈতিক ও ধর্মজীবন সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। মানুষের যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি না থাকে, তা হলে তার কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকবে না। আবার, ভগবান থেকে ভক্তির কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকলে তার ধর্মোপাসনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ, স্পিনোজা ধর্মনিষ্ঠ হয়ে কি করে ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্বহীন নির্বিশেষ দ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করলেন তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। ধর্ম-বিশ্বাসী হিসাবে স্পিনোজার উচিত ছিল ঈশ্বরকে নৈতিক সদগুণের অধিকারী পরম পুরুষ হিসাবে গণ্য করা। অথচ তিনি ঈশ্বরকে নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ বিশুদ্ধ সত্তারূপে গ্রহণ করেছেন।

৬। লাইবনিজের মতে দ্রব্যের স্বরূপ
(Leibniz's theory of Substance or Monads) ঃ

লাইব্‌নিজ একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক (Rationalist) ছিলেন। দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতবাদের সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ডেকার্টের মতে, যাকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপর কোন জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয় না, তারই নাম দ্রব্য। অর্থাৎ দ্রব্য হল স্বাধীন ও স্বনির্ভর। দ্রব্যের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে মাত্র 'একটি দ্রব্যের' কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তি বিবেচনা করেই ডেকার্ট ঈশ্বরকে 'দ্রব্য' নামে অভিহিত করেছেন। কেননা, ঈশ্বর অসীম ও স্বয়ম্ভু এবং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরের উপর অ-নির্ভরশীল। কিন্তু ডেকার্ট ঈশ্বর

ছাড়াও জড় ও মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, জড় ও মন ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তারা পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য।

স্পিনোজা ডেকার্টের এই ধারণার যুক্তিহীনতা বা ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাঁর মতে, কোন সসীম বস্তুই সর্বতোভাবে অন্য-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই কার্টেজিয় ভুলের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করবার জন্য তিনি দ্রব্যের সংজ্ঞাকে আংশিক পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে, দ্রব্য তাই যা স্বনির্ভরশীল ও যাকে অপর বিষয় বাদ দিয়েও জানা যায়। স্ব-নির্ভরশীলতা (Self-dependence) ও স্ববেদ্যতা (Self-intelligibility)—এই উভয় গুণ থাকলেই তবে কোন বস্তু 'দ্রব্য' আখ্যা পেতে পারে। সসীম বস্তু কখনও স্ববেদ্য হতে পারে না। অতএব দ্রব্য এক ও অসীম।

লাইব্‌নিজ দ্রব্য সম্বন্ধে ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বটে ; কিন্তু তিনি দ্রব্যের স্বনির্ভরশীল বা অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পরিবর্তে তার স্বনির্ভরশীল বা অন্য-নিরপেক্ষ ক্রিয়াশীলতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্পিনোজার মতে দ্রব্য এক ও অসীম ; কিন্তু যেখানে মাত্র একটিই দ্রব্য, সেখানে ক্রিয়াশীলতার ব্যাখ্যা কি সম্ভবপর ? দ্রব্য যদি অসীম হয়, তা হলে তার আর বিকাশ সম্ভব নয় অর্থাৎ তা নিছক নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল সত্তামাত্র হয়ে পড়ে। অথচ জগতে প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল বিকাশের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। সুতরাং দ্রব্য এক ও অসীম বলা যায় না। লাইব্‌নিজ এই যুক্তির উপর নির্ভর করে দ্রব্য অনন্ত সংখ্যক (there is an infinite number of substance) বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, জগৎ অজস্র পরম দ্রব্য দ্বারা গঠিত। পরম দ্রব্যসমূহ ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য, স্বনির্ভর ও সক্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক ও পরস্পর স্বতন্ত্র, সজীব ও সচেতন পরমাণু বিশেষ। দ্রব্যের আত্ম-ক্রিয়াশীলতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দ্রব্যসমূহ এক একটি বিশেষ বিশেষ বস্তু, একটি অপরকে বাদ দিয়েই স্বনির্ভরশীল শক্তিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে। স্ব-নির্ভর আত্ম-সক্রিয়তা হল দ্রব্যের লক্ষণ ; তাই বিশেষ বিশেষ বস্তু সসীম ও ক্ষুদ্র হলেও তাদের আত্ম-ক্রিয়াশীলতা থাকায় তারা এক একটি দ্রব্য।

লাইব্‌নিজ বলেন, দ্রব্য জড়াত্মক (material) নয়, কেননা জড়াত্মক বস্তুমাত্রই বিস্তৃতিসম্পন্ন (extended), সুতরাং যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা বিভাজ্য (divisible)। এজন্য জড় পরমাণু পরম দ্রব্য বলে গণ্য হতে পারে না। অপরদিকে গাণিতিক বিন্দু (mathematical points) অবিভাজ্য বটে, কিন্তু তা দ্রব্য নয়, কারণ গাণিতিক বিন্দু কল্পনার বস্তু, তা বাস্তব নয়। সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্ত সম্ভব এই যে, **দ্রব্য মানসিক সত্তা বা আত্মাবিশেষ (Spiritual) ; এইরূপ তত্ত্বের নাম চিৎপরমাণু বা চেতন পরমাণু বা চিদনু (Monad)। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি দ্রব্য অর্থাৎ চিৎপরমাণু (Monad) হল স্বনির্ভর আত্মক্রিয়াশীল শক্তি।** লাইবনিজের মতে

এই সরল অযৌগিক অসংখ্য মানসিক দ্রব্য জাগতিক বস্তুসমূহের পরমাণু বা মূল উপাদান বিশেষ।

লাইবনিজের মতে, চিৎপরমাণু (monad) হল বিস্তৃতিহীন, অবিনশ্বর ও গবাক্ষহীন তত্ত্বমূলক পরম সত্তা। অবিভাজ্য গাণিতিক বিন্দুর মত প্রত্যেকটি চিৎপরমাণু বিস্তৃতিহীন (unextended)। যখন আমরা চিরগতিশীল চিৎপরমাণুকে নিষ্ক্রিয় ও স্থির বলে ভ্রম করি, তখনই জড়, বিস্তৃতি বা দেশের (space) ধারণা হয়। আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ চিন্তার সীমাবদ্ধতা হেতু আমরা জড় দ্রব্যকে বাস্তব বলে মনে করি। এই স্থিতিশীল জড় দ্রব্য হল প্রাথমিক বা মুখ্য জড় (Materia Prima), এগুলি অবভাস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জড়, বিস্তৃতি বা দেশ চিৎপরমাণুর স্বরূপ লক্ষণ নয়। চিৎপরমাণু অবিভাজ্য ও অংশবিহীন মৌলিক সত্তা, তা যৌগিক পদার্থ নয়; এজন্য তার উৎপত্তিও নেই আবার বিনাশও নেই। তা নিত্য (eternal) ও অবিনশ্বর (immortal)। তৃতীয়তঃ, আত্মসক্রিয়তা চিৎপরমাণুর যেহেতু স্বকীয় ধর্ম সেহেতু তা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। লাইবনিজের মতে জগতে বহু বহু অর্থাৎ অনন্ত সংখ্যক ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট চিৎপরমাণু বিদ্যমান। চতুর্থতঃ, চিৎপরমাণু বাহ্যিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; তা অন্যনিরপেক্ষ, আত্ম-কেন্দ্রিক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এজন্য তা গবাক্ষহীন; আপন স্বভাব অনুযায়ী তার নিজের সত্তার পরিণাম ঘটে, আত্ম-বিকাশের জন্য তা অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক চিৎপরমাণুর মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক চিৎপরমাণু স্বকীয় শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট। প্রত্যেক চিৎপরমাণু যেহেতু অজড়াত্মক একক স্বয়ংক্রীয় শক্তি সেহেতু নিজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি থেকেই তার বিকাশ ঘটে। সমগ্র বিশ্ব-জগৎই প্রত্যেকটি চিৎপরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রভূত; আপন আপন আভ্যন্তরিক শক্তি অনুযায়ী চিৎপরমাণুগুলি জাগতিক বিষয়কে আপন আপন সত্তার মধ্যে চিত্রিত করে। কাজেই এক একটি চিৎপরমাণু যেন জগতের এক একটি ক্ষুদ্র চিত্র বা প্রতিরূপ (universe in miniature) অর্থাৎ প্রত্যেক চিৎপরমাণু বস্তুতঃ জগতের দর্পণ (mirror of the universe), অবশ্য তা জীবন্ত দর্পণ, কারণ তা স্বকীয় শক্তি দ্বারা নিজের মধ্যেই বস্তুর চিত্র উৎপাদন করে থাকে। চিৎপরমাণুগুলি এক একটি দ্বীপসদৃশ বটে, কিন্তু তারা পরস্পর অপরিচিত নয়, বরং পরস্পর সম্পর্কিত। লাইবনিজের মতে, চিৎপরমাণুগুলি একদিকে যেমন সরল একক হিসাবে পরস্পর স্বতন্ত্র এবং একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না অপরদিকে আবার একটি অন্যগুলিকে প্রতি-বিম্বিত করে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।

যদিও সকল চিৎপরমাণুই একই জগৎকে নিজেদের মধ্যে চিত্রিত করে, যদিও সকল চিৎপরমাণুই সুস্পষ্টতর প্রতীতি লাভের জন্য সচেষ্ট এবং সর্বোত্তম পরিণতি লাভ সকলের আদর্শ, তবুও তাদের মধ্যে প্রতিফলন শক্তির মাত্রার পার্থক্য থাকায় তারা বিভিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নিজের মধ্যে জগৎকে প্রত্যক্ষ বা

প্রকাশিত করে থাকে। চিৎপরমাণুসমূহ স্বরূপতঃ চেতনধর্মী হলেও চেতনা সকল চিৎপরমাণুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের, কারণ তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। যে সকল চিৎপরমাণু যত বেশী সক্রিয় তাদের প্রকাশ ক্ষমতা তত বেশী স্পষ্ট। যদিও পরস্পরের প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ক্ষমতা চিৎপরমাণুগুলির মধ্যে বিদ্যমান তবুও সেই ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিভিন্ন। কোন কোন চিৎপরমাণুর মধ্যে প্রতিচ্ছবিগুলি স্পষ্ট আবার কোন কোনটির মধ্যে সেগুলি অস্পষ্ট; আবার এমন অনেক চিৎপরমাণু আছে যারা প্রতিচ্ছবিগুলি সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয় যদিও চৈতন্য সব মনাডের বা চিৎপরমাণুর ধর্ম। চেতনার প্রকাশের বা প্রতিচ্ছবি গ্রহণের মাত্রার তারতম্য অনুসারে লাইবনিজ চারপ্রকার চিৎপরমাণুর উল্লেখ করেছেন—(১) আত্মসচেতন, (২) চেতন, (৩) অবচেতন ও (৪) নির্জ্ঞান। বিকাশের সর্বনিম্নস্তরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে ধাতব-পদার্থ ও উদ্ভিদ অবস্থিত; এদের প্রতীতি অচেতন ও দুর্বোধ্য। এই ধাতব-পদার্থ জড় নয়, কারণ লাইবনিজ জড়ের সত্তা স্বীকার করেন না, ধাতব-পদার্থ হল চিদনুর নির্জ্ঞান অবস্থা। এদের উপরের স্তরে রয়েছে চেতন ইতরজীব—যারা অনুভূতি ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু 'আত্মসচেতন নয়। লাইবনিজ এদের আত্মা আখ্যা' দিয়েছেন। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে আত্মসচেতন মানুষ—যাদের লাইবনিজ 'স্পিরিট মনাড' আখ্যা দিয়েছেন। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু। ঈশ্বরের পরিপূর্ণভাবে চেতনা বিদ্যমান, তিনি পূর্ণরূপে আত্মসচেতন, বিশুদ্ধ পরমশক্তি। তাই, লাইব্‌নিজের মতে, ঈশ্বরই সকল চিৎপরমাণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু (monad of all monad)। ঈশ্বরই সকল চিৎপরমাণু সৃষ্টি ক'রে তাদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা পূর্ব থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—লাইবনিজের অধিবিদ্যা অর্থাৎ দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ মূলতঃ দুটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই দুটি মৌলিক নীতি হল— (১) **গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম** (**The Principle of the Identity of Indiscernibles) এবং** (২) **নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম** (**The law of continuity**)। (১) গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম অনুসারে যে কোন দুটি চিৎপরমাণু অবিকল এক ও অভিন্ন নয়। দুটি চিৎপরমাণুর মধ্যে কিছু-না-কিছু গুণগত পার্থক্য থাকবেই। যদি রাম ও যদুর মধ্যে গুণগত পার্থক্য না থাকত তাহলে ওরা দুটি পৃথক নামে একই ব্যক্তি হত। কিন্তু বস্তুতঃ দুটি চিৎপরমাণু বা বস্তুর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে বলেই একটির দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় অপরটির দ্বারা তা হয় না। বিভিন্ন চিৎপরমাণু জগতকে তাদের শক্তির গুণগত প্রভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত করে। (২) নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম অনুসারে নিম্নতম চিৎপরমাণু থেকে উচ্চতম চিৎপরমাণু পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক ধারা বিদ্যমান, কোথাও কোন ছেদ বা ব্যবধান নেই (Nature never makes leaps)। এক বস্তু এবং তার পরবর্তী বস্তুর মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকলেও সেই

প্রভেদ খুবই অল্প, বরং সাদৃশ্যই খুব বেশী। তাই একটির পর আর একটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যেমন পুনরাবৃত্তি নেই তেমনই বৈপরীত্যও নেই। প্রকৃতির ধারার মধ্যে এক ক্রমিক নিরবচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিরবচ্ছিন্নতা নিয়মের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে লিবনিজ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনাড ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন।

এক অর্থে গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম এবং নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম —এই দুটি নিয়ম **পর্যাপ্তহেতু নীতি (Law of sufficient Reason)**-এর বিশেষ প্রয়োগ একথা বলা যায়, কারণ পর্যাপ্তহেতু নীতির ফলস্বরূপ প্রত্যেক মনাড জগতের সুসংহত সমাবেশের অঙ্গ, তাই সম্পূর্ণতার সঙ্গে অর্থাৎ সমগ্রজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার একটা প্রবৃত্তি বা প্রবণতা প্রত্যেক মনাডের মধ্যেই থাকে। জগতের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক ধারার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন মনাডের বিশেষ বিশেষ স্থান আছে—যাতে বিভিন্ন বস্তুনিচয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত থাকে।

সমালোচনা ঃ (১) লাইব্‌নিজের চিৎপরমাণুবাদ (doctrine of monads) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর মতবাদ বহুতত্ত্ববাদের (pluralism) একটি প্রকারভেদ, কারণ তাঁর মতে, জগৎ চিৎপরমাণুরূপ অজস্র পরম দ্রব্য দ্বারা গঠিত। কিন্তু তাঁর দর্শন বহুতত্ত্ববাদের উপর ভিত্তি করে আরম্ভ হলেও অবশেষে তিনি বলেন যে, যাবতীয় চিৎপরমাণু ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। যদি চিৎপরমাণুসমূহ বস্তুতঃ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয় এবং যদি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হলে তাদের প্রকৃতপক্ষে পরম দ্রব্য বা মৌলিক তত্ত্ব বলে গণ্য করা যায় না। লাইব্‌নিজ কর্তৃক প্রবর্তিত চিৎপরমাণুবাদ প্রকৃতপক্ষে বহুতত্ত্ব-বাদের প্রকারভেদ হতে পারে না ; তা মূলতঃ এক শ্রেণীর একত্ববাদ (monism), কারণ চিৎপরমাণুসমূহের সত্তা ঈশ্বরের মূল সত্তা থেকে নিঃসৃত এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লাইব্‌নিজ পর্যাপ্ত হেতু নিয়মের ওপর ভিত্তি করে আভ্যন্তরীণ বিরোধ-মুক্ত সর্বাপেক্ষা উত্তম এই জগতের আদি কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঈশ্বরই জগতের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিধায়ক। কিন্তু ঈশ্বর অসংখ্য পরস্পর নিরপেক্ষ চিৎপরমাণুর মধ্যে এক সুসংহত ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে পূর্বনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাবাদ প্রবর্তন করেছিলেন তা একটি প্রকল্পমাত্র যা প্রমাণসাপেক্ষ নয়। এক্ষেত্রে লাইব্‌নিজ অন্তর্বর্তী ঈশ্বরবাদকে পোষণ করেন মাত্র এবং ঈশ্বরের অসীমত্বকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। লাইব্‌নিজ ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন তা হল নিছক বাহির থেকে আরোপিত ঐক্য, তা কিন্তু জাগতিক বস্তু নিচয়ের আভ্যন্তরিক অঙ্গাঙ্গি ঐক্য নয়। তাই লাইব্‌নিজের মতবাদে যে একাত্মবাদ লক্ষিত হয় তা অনেকটা কৃত্রিম ও অসংহত, তা প্রকৃতপক্ষে হেগেলের প্রদর্শিত বস্তুগত ভাববাদ বা বিশিষ্টৈকত্ববাদ (concrete monism)-এর তুল্য নয়। হেগেলের এই বিশিষ্টৈকত্ববাদই সর্বাধিক

গ্রহণযোগ্য মতবাদ—যে মতানুসারে এক ও বহু-উভয় সত্তার মধ্যে আঙ্গিক ও আন্তর সম্পর্ক বিদ্যমান, বহু ঐক্যেরই বিকাশ, বৈচিত্র্যময় জগৎ পরমতত্ত্ব ঈশ্বরের বাস্তব রূপ বা অভিব্যক্তি।

(২) লাইব্‌নিজের মতে চিৎপরমাণু গবাক্ষহীন, তাই বহির্জগতের দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না এবং বহির্জগতকেও তা প্রভাবিত করতে পারে না। এই মতকে আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কখনও সমর্থন করতে পারে না, কারণ ব্যক্তি ও বহির্জগতের মধ্যে অহরহ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। আমাদের নূতন নূতন সংবেদন, অনুভূতি ও ধারণা আমাদের মনের উপর বহির্জগতের সরাসরি প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়। চিৎপরমাণুর স্বকীয় ক্রিয়াশক্তির দ্বারা মনের মধ্যে জগতের প্রতিফলন ঘটে অর্থাৎ মনই হল যাবতীয় সংবেদন, অনুভূতি ও ধারণার উৎস—লাইব্‌নিজের এই মতবাদ দুর্বোধ্য, কারণ এই প্রতিফলন জগতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি না নিছক কল্পনা বা স্বপ্ন তা স্থির করা কঠিন।

(৩) লাইব্‌নিজ যখন বলেন—ঈশ্বর যাবতীয় চিৎপরমাণু সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিক করে রেখেছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু মানবাত্মার স্বনির্ভরতা ও ইচ্ছা-স্বাধীনতা অর্থহীন হয় এবং আত্মসচেতন জীবেরা জগতের যান্ত্রিক নিয়মের বশীভূত হয়ে পড়ে।

(৪) পরিশেষে, লাইব্‌নিজের চিৎপরমাণুবাদ দেশে অবস্থিত জড়বস্তুসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় এবং এগুলিকে মানসিক দ্রব্যরূপে গণ্য করায় তা সর্ব-মনবাদ (Pan-psychism)-এ পরিণত হয়েছে। লাইব্‌নিজ বলেন—অচেতন চিৎপরমাণু (যাকে আমরা জড়দ্রব্য বলি) সচেতন চিৎপরমাণুর ন্যায় অনুভূতি-শক্তিসম্পন্ন। একথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শক্তি দ্রব্যের ধর্ম হতে পারে, তাই ব'লে সবশক্তিই মানসিক, আধ্যাত্মিক, অ-জড় হবে তা আমাদের অভিজ্ঞতা সমর্থন করে না। মন ও জড়—উভয়কে স্বীকার ক'রে তাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শন করাই হল দার্শনিকের সঠিক কাজ। লাইবনিজ কিন্তু এ ব্যাপারে বিফল হয়েছেন।

৭। দ্রব্য সম্বন্ধে লকের মত
(Locke's View of Substance) :

লকের মতে, দ্রব্য হল এমন কতকগুলি সরল ধারণার সংযোগ যা স্বনির্ভরশীল অস্তিত্বসম্পন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করে। দ্রব্য আমাদের চিন্তাপ্রসূত জটিল ধারণা হলেও বস্তুতঃ তার স্বাধীন বস্তুগত সত্তা আছে। সংবেদন থেকে বিস্তৃত ও ঘনাকার দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং অনুচিন্তন বা অন্তর্দর্শন থেকে আমরা মন বা চিন্তনশীল দ্রব্যের অস্তিত্ব জানতে পারি। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের আধার হিসাবে জড়দ্রব্য; সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণের আধার হিসাবে আত্মা এবং সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা

প্রভৃতি গুণের অধিষ্ঠান হিসাবে ঈশ্বর—এই তিন জাতীয় দ্রব্য লকের দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। গুণের আশ্রয় ও সংবেদন সৃষ্টির কারণ হিসাবে দ্রব্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের মন যে সংবেদন গ্রহণ করে তার কারণ বা উৎস হিসাবে মনোনিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় জড়বস্তুর সত্তা স্বীকার করা প্রয়োজন। মুখ্য গুণাবলীর অন্তর্নিহিত আধার-স্বরূপ অবশ্যই বহির্জগতে জড় দ্রব্য রয়েছে। লক বলেন—দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা হয় না ; কিন্তু কতকগুলি ধারণাকে বার বার একত্রে মিলিত অবস্থায় অবস্থান করতে দেখে আমাদের মনে ঐ ধারণাগুলির অধিষ্ঠানকে একটি বিশেষ নামে অভিহিত করবার প্রত্যাশা জন্মে। এই সকল অমিশ্র ধারণা কি করে অন্য কিছুর উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে এটি কল্পনা করতে অক্ষম হয়েও সেগুলির একটি আধার আছে এবং এই আধার থেকেই তাদের উৎপত্তি হয়েছে—এরূপ কল্পনা করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এই আধারকেই লক দ্রব্য আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং দ্রব্যরূপ মিশ্র ধারণা কতকগুলি অমিশ্র ধারণার আধার ; দ্রব্য অমিশ্র ধারণাগুলির আশ্রয় বা অধিকারী। কিন্তু লকের মতে, এই জড়-দ্রব্যের আসল স্বরূপ কি তা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তার শুধু অস্তিত্বই আমরা জানতে পারি, কিন্তু তার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন পরিচয় পাই না। আমরা সাক্ষাৎভাবে শুধু গুণাবলীই জানতে পারি ; এই গুণাবলীর ধারণার মাধ্যমে দ্রব্যের বাস্তব অস্তিত্ব অনুমান করি। আমরা সরাসরি কোন বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় পাই না। **লকের মতে দ্রব্য গুণসমূহের কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত আধার।** ইন্দ্রিয় পথে বাহ্যবস্তুর প্রতিলিপি এসে মন বা চেতনার পর্দায় ধারণারূপে ছাপ পড়ে। এই ধারণারূপে বস্তুর প্রতীককেই জানতে পারি এবং প্রতীকের মাধ্যমে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করি। লকের এই বস্তুবাদকে **প্রতীকবাদ** (Representationism) বলা হয়। "আমাদের সংবেদন জন্য প্রত্যয়গুলি আমাদের স্বকৃত নয়, বাহ্য জগতে তাদের কারণ অবশ্য আছে। বাহ্য বস্তুসমূহের ক্রিয়াজন্য প্রত্যয়গুলি তাদেরই প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি। অতএব আমরা সাক্ষাৎভাবে বাহ্য-বস্তুসমূহ না জানলেও তাদের প্রত্যয়রূপে অতিরূপ (mental representation) থেকে তাদের অস্তিত্ব ও গুণধর্ম অনুমান দ্বারা জানতে পারি। লক্ লৌকিক বস্তুতন্ত্রবাদ পরিত্যাগ করে বাহ্যানুমেয়বাদের সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাঁদের মতকে Representationism বা Epistemological Dualism বলা হয়।" (ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারতীয় ও দর্শন) প্রতীকবাদ বা প্রতিরূপী বস্তুবাদকে বলা যেতে পারে **জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ,** কারণ এই মতবাদে দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান করা হয়—(১) প্রতিরূপ এবং (২) প্রতিরূপের কারণ বা উৎস—যা হল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু।

সমালোচনা ঃ

(ক) লকের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা প্রতীকবাদের একটি বিশেষ গুণ হল যে, তা

ভ্রম প্রত্যক্ষকে সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে, কারণ এই মতবাদ অনুসারে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বস্তুর আসল স্বরূপ সাক্ষাৎভাবে আমাদের মনে প্রতিফলিত হয় না। আমরা বস্তুর প্রতীক হিসাবে কতকগুলি ধারণাকেই সাক্ষাৎভাবে জানতে পারি। যখন মনের এই ধারণা বিশেষ বস্তুর যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয় না, তখনই ভ্রম হয়। কাজেই ভ্রম সম্পূর্ণ মনোগত ব্যাপার। রজ্জু দেখে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন সর্পের ধারণা রজ্জুর বিকৃত প্রতিচ্ছবি মাত্র, তা রজ্জুর যথার্থ প্রতিরূপ নয়। বস্তুর সহিত মনোগত ধারণার সঙ্গতির অভাবই হল ভ্রম। ভ্রমের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে লকের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ লৌকিক বস্তুবাদের ত্রুটি কিয়দংশে সংশোধন করেছে বটে, কিন্তু আর একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে লকের যুক্তি অচল হয়ে পড়ে। তাঁর মতে বাহ্যবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু যা কখনও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় তার অস্তিত্ব কিরূপে নিরূপণ করা সম্ভব? কাজেই লকের মতবাদ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত নয়। অধিকন্তু বস্তু যদি স্বরূপতঃ আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বহির্ভূত হয়, তা হলে আমরা কিরূপে নির্ণয় করব যে, আমাদের ধারণা সেই বস্তুর যথার্থ প্রতিরূপ না বিকৃত প্রতিরূপ? যার সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সম্ভব একমাত্র তার সহিত আমাদের ধারণার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি আমরা নির্ধারণ করতে পারি। কাজেই বাহ্যবস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বীকার করতে হবে অথবা বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করে তাকেও মনোগত ধারণারূপে গ্রহণ করতে হবে। এই দুটি বিকল্প ছাড়া কোন মধ্যম পন্থা নেই। তাই লকের প্রতীকবাদের অনিবার্য পরিণতি হয়েছে বার্কলির আত্মগত ভাববাদে (Subjective idealism of Berkeley)—যে মতবাদে বাহ্যবস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত।

(খ) লক্ মুখ্যগুণসমূহকে বস্তুগত ও গৌণ গুণসমূহকে মনোগত বলে গণ্য ক'রে গুণাবলীর যে দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা অনেকাংশে কৃত্রিম ও অযৌক্তিক হয়েছে। তাঁর মতে মুখ্য গুণ স্থায়ী বলে বস্তুগত ও গৌণগুণ পরিবর্তনশীল বলে ব্যক্তির মনোনির্ভর—এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। মুখ্য ও গৌণ—উভয় জাতীয় গুণাবলী হয় বস্তুগত না হয় মনোগত হবে, কারণ তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। তাই নব্যবস্তুবাদিগণ (Neo-realist) প্রাচীন লৌকিক বস্তুবাদীদের ন্যায় যাবতীয় গুণাবলীর বস্তুনিষ্ঠ সত্তা স্বীকার করেছেন; অপরপক্ষে বার্কলি প্রমুখ ভাববাদিগণ (Idealists) কি গৌণ আর কি মুখ্য—উভয়প্রকার গুণকে মনোগত ধারণা বা সংবেদনরূপে গণ্য করেছেন। বাস্তবিক, রূপ, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি গৌণ গুণগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে বা একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে যেমন প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি একই বস্তুর আয়তন, ওজন প্রভৃতি মুখ্যগুলিও ব্যক্তিভেদে বা একই ব্যক্তির নিকট অবস্থাভেদে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। কাজেই উভয় প্রকার গুণের স্বরূপ একই। অধিকন্তু, গৌণ গুণ-

গুলি যেমন ইন্দ্রিয়নির্ভর, ঠিক তেমনই মুখ্যগুণগুলিও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ-সাপেক্ষ। পরিশেষে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত; একটি ছাড়া অপরটির প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। বস্তুর আকারকে বাদ দিয়ে যেমন তার রূপ, গন্ধ, শব্দ প্রত্যক্ষ করা যায় না, তেমনি বস্তুর বর্ণহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন, স্পর্শহীন বিশুদ্ধ আকার মাত্র প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কাজেই উভয় প্রকার গুণের প্রকৃতি বা স্বরূপ একই ধরনের। হয় উভয়ই বস্তুগত না হয় উভয়ই মনোগত ধারণামাত্র।

যদি উভয়ই মনোগত হয় তা হলে দ্রব্যের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকবে না। তাও মনের ধারণামাত্র হয়ে থাকবে; কারণ যাবতীয় গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্রব্যের বাহ্যিক সত্তা নিছক শূন্যগর্ভ, গুণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে তার অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না।

৮। দ্রব্য সম্বন্ধে বার্কলির মতবাদ—জড়দ্রব্যের অস্বীকৃতি ও মনের স্বীকৃতি (Berkeley's view of Substance—How he denies the existence of matter and admits mind) ঃ

বার্কলির মতে, জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সম্ভব নয় বলে তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তিনি বিভিন্ন ধারণার আধার হিসাবে আত্মা বা মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন এবং জগতের যাবতীয় বস্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল বলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী।

বার্কলি লকের দার্শনিক নীতির সূত্র ধরে জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে লক যে সকল যুক্তি দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে অসঙ্গতি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, জড়দ্রব্যের মনোনিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তা মনের ধারণামাত্র বা জ্ঞানের স্বরূপমাত্র। বার্কলির মতে, যা স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষের অগোচর অর্থাৎ যার প্রত্যক্ষজ্ঞান কখনও সম্ভব নয় তার জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্বও নেই। যা সাক্ষাৎভাবে আমরা জানতে পারি না তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক। আমরা যা-ই প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের মনের ধারণামাত্র। যাকে আমরা বাহ্যবস্তু আখ্যা দিই তাও বাস্তবিক আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সংবেদন মাত্র। এককথায়, প্রত্যক্ষের বহির্ভূত কোন পদার্থই থাকতে পারে না এবং যা-ই প্রত্যক্ষাধীন তা মনের ধারণা বা প্রত্যয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাহ্যবস্তু হল কতকগুলি গুণের সমষ্টি মাত্র এবং যাবতীয় গুণাবলী (কি গৌণ আর কি মুখ্য) মনের ধারণামাত্র। মানসিক ধারণার বহির্ভূত কোন সত্তা নেই। তবে মন ছাড়া ধারণা থাকতে পারে না, মনই হল ধারণাসমূহের আধার। কাজেই বার্কলির মতে, শুধু মন ও তার ধারণাসমূহের অস্তিত্ব আছে। যাবতীয় জাগতিক বস্তু মনের ধারণাবিশেষ। কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে হলে তাকে একমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন কিছুরই

সত্তা নেই। প্রত্যক্ষ-নির্ভর অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়া ছাড়া কোন বস্তুরই সত্তা থাকতে পারে না। "Esse est percipi"—বার্কলির এই উক্তির অর্থ হল—কারও অস্তিত্ব থাকতে হলে তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়ে থাকতে হবে (To be is to be perceived)। বার্কলির এই মতবাদকে আত্মগত ভাববাদ বা কেবল বিজ্ঞানবাদ বলা হয়, কারণ এই মতানুসারে মন ও তার ধারণাসমূহই একমাত্র সত্তাবিশিষ্ট বস্তু এবং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

জড়-দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা খণ্ডনকল্পে বার্কলির নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

প্রথমতঃ, যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্বও অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। জড়-দ্রব্য যেহেতু প্রত্যক্ষের বহির্ভূত, সেইহেতু তার অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, লকের মতে জড়দ্রব্য মুখ্যগুণের আশ্রয়, কাজেই অস্তিত্ববিশিষ্ট। কিন্তু বার্কলি বলেন যে, জড়দ্রব্য যদি মুখ্যগুণের আশ্রয় বা আধার হয়, তা হলে তাকে নিশ্চয় গুণের ন্যায় প্রত্যক্ষ করা যেত। কিন্তু জড়দ্রব্য গুণগুলিকে ধারণ করে আছে—এরূপ আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। জড়-দ্রব্য গুণগুলিকে অজ্ঞাতভাবে ধারণ করে আছে—এরূপ কথা বলা যায় না। অধিকন্তু, যদি জড়-দ্রব্য মুখ্যগুণের আধার হয়, তা হলে তার জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই, কারণ মুখ্যগুণগুলি গৌণগুণসমূহের মত ধারণামাত্র এবং আমরা জানি ধারণার আধার হল মন, কোন বাহ্যবস্তুর নয়। 'জড়দ্রব্য' নামটি আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু তা কখনও প্রতিপন্ন করে না যে, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত গুণগুলির আধার প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ বস্তুর সংবেদন ব্যতীত তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কাজেই যাবতীয় বস্তুই সংবেদনমাত্র। অতএব মনের বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নেই।

চতুর্থতঃ, লকের মতে ইন্দ্রিয় পথে বাহ্য বস্তুর প্রতিলিপি এসে মন বা চেতনার পর্দায় ধারণারূপে ছাপ পড়ে। এই ধারণারূপ ছাপই হল বাহ্যবস্তুর প্রতীক। এই প্রসঙ্গে বার্কলি বলেন যে, ধারণা যদি বাহ্য বস্তুর প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি হয়, তা হলে ধারণা ও বাহ্যবস্তুর প্রকৃতি একইরূপ হবে। কাজেই যাকে বাহ্যবস্তু বলা হয় তাও প্রকৃতপক্ষে ধারণা-বিশেষ হবে, তা না হলে বস্তুর ধারণা বস্তুর অনুরূপ প্রতিচ্ছবি কিরূপে হয় ? একটি ধারণা অন্য একটি ধারণারই অনুরূপ হয়ে থাকে, বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অনুরূপ বা প্রতীক হয় না (An idea can be like nothing but another idea—Berkeley)। অতএব দ্রব্য ধারণা থেকে অভিন্ন অর্থাৎ তা ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পঞ্চমতঃ, বার্কলি লককে সমালোচনা করে বলেন যে, যাবতীয় গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জড়দ্রব্যের বাহ্যিক সত্তা নিছক শূন্যগর্ভ ; এমনকি গুণ থেকে পৃথকভাবে তার কোন চিন্তাও সম্ভব নয়।

[জড়দ্রব্যের অস্বীকৃতি সম্পর্কে বার্কলির বিরুদ্ধে সমালোচনা পূর্বে দ্রষ্টব্য]

আত্মার অস্তিত্ব ঃ বার্কলি জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু তিনি আত্মা বা মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেন। বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং প্রত্যক্ষকারী মন বা আত্মার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। বার্কলির মতে, আত্মা বা মন হল অবিভাজ্য। ধারণাসমূহের মধ্যে যে অবিরত পরিবর্তন ঘটে তার কর্তা বা কারণ হিসাবে মানসিক সত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কারণ নিশ্চেতন জড় এই সকল পরিবর্তন ঘটতে পারে না। দেহে যে গতি, পরিবর্তন, ক্ষয় বা বিনাশ লক্ষিত হয় তা সরল, অমিশ্রিত, সক্রিয় মানসিক দ্রব্য বা আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারে না ; আত্মা স্বভাবতঃ অমর ও অবিনশ্বর ; তা প্রকৃতির সাধারণ শক্তির দ্বারা বিনষ্ট হয় না, একমাত্র ঈশ্বরের ক্রিয়া দ্বারা তার বিলোপ সাধন হতে পারে। (The motions and changes, decays and dissolutions which we see befall natural bodies cannot affect an active, simple, uncompounded substance (soul), and the latter is naturally immortal, that it cannot be dissolved by the ordinary power of nature. although it might be annihilated by the direct act of God.") সুতরাং বার্কলির মতে আত্মা হল এরূপ সরল, অবিভাজ্য, অবিনশ্বর, সক্রিয় সত্তা যা প্রত্যক্ষ করে এবং ধারণা উৎপন্ন করে। ধারণা সমূহের প্রত্যক্ষকারী হিসাবে তাকে বোধ-বা ধীশক্তি (understanding) বলা হয় এবং ধারণাসমূহের উৎপাদনকারী হিসাবে তাকে ইচ্ছাশক্তি (Will) বলা হয়। গুণাবলীর সংবেদন হয় বলে সেগুলির **ধারণা (idea)** হয়, কিন্তু মন বা আত্মার সরাসরি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না বলে আত্মার ধারণা (idea) হয় না বটে, তবে প্রত্যক্ষকারী বা ধারণার আধার রূপে মন বা আত্মার অর্থ আত্মচেতনার মাধ্যমে আমাদের বোধগম্য হয় ; স্বকীয় মন বা আত্মার সাক্ষাৎ অনুভব বা বোধকে **প্রত্যয় (notion)** বলা যায়।

বার্কলির মতে আমরা আমাদের নিজেদের আত্মা বা মনকে আত্ম-চেতনা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে জানতে পারি এবং অনুমান দ্বারা অপরের আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা গঠন করি। 'বার্কলি বলেন, জাগতিক বস্তু সকল মনের ধারণা হলেও তাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তারা আমাদের সৃষ্টি নয়, তারা আমাদের ইচ্ছা অনুসারেও মনে আসে না। তবে তারা কোথা থেকে আসে ? বার্কলি পূর্বেই প্রকাশ করেছেন যে, জড়পদার্থ থেকে ধারণাগুলি আসতে পারে না, (কারণ জড়পদার্থের কোন অস্তিত্বই নেই)। তাঁর মতে এই ধারণাগুলি ভগবান মানুষের মনে প্রেরণ করেন। দৃশ্যমান জগতে যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা

রয়েছে, সেই সকল নিয়ম ও শৃংখলাও ভগবৎ-সৃষ্টি। জাগতিক বস্তুসমূহ জীবের মনের ধারণা নয়। এগুলি যেভাবে আছে, সেইভাবে এগুলিকে জীবের গ্রহণ করতে হয়। এগুলি পরমপুরুষ সনাতন সর্বজ্ঞ ভগবানের মনের ধারণা। ভগবানকে আশ্রয় করে জগতের সত্তা। এই জগতের সত্তা জীব-নিরপেক্ষ ও জীবস্বতন্ত্র হলেও ভগবৎমন-সাপেক্ষ।" এইভাবে বার্কলি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মন্তব্য ঃ বার্কলি 'দ্রব্য' (substance) সম্পর্কে আলোচনায় **ধারণা** (**Idea**) ও **প্রত্যয়** (**Notion**)—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে যে ইন্দ্রিয়-সংবেদন তথা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় তাকে ধারণা বলা হয়। এই ধারণার আধার হিসাবে কোন মনোনিরপেক্ষ জড়দ্রব্য নেই, কারণ জড়দ্রব্য স্বয়ং মনের ধারণাবিশেষ অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পরিবারভুক্ত। বস্তুত ; ধারণার আধার বা আশ্রয় হল প্রত্যক্ষকারী মন বা আত্মা। বার্কলি বলেন—মন বা আত্মা যেহেতু ধারণাকে প্রত্যক্ষ করে সেহেতু প্রত্যক্ষের কর্তা মন বা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ মন বা আত্মা আমাদের ধারণা (idea) হতে পারে না। কিন্তু আমাদের মন বা আত্মা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষীভূত ধারণা না হলেও তাকে আত্মচেতনা বা সাক্ষাৎ অনুভূতির দ্বারা জানা সম্ভব। বার্কলি স্বকীয় আত্মার এই বোধ বা সাক্ষাৎ অনুভবকে **প্রত্যয়** (**nation**) আখ্যা দিয়েছেন আর বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে **ধারণা** (**Idea**) আখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যক্ষের তথা ধারণার কর্তা আত্মাকে প্রত্যক্ষের তথা ধারণার বিষয় বলে গণ্য করলে স্ব-বিরোধ ঘটবে। ধারণা নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় আর মন সক্রিয়। তাই স্বকীয় আত্মা ও তার ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের যে সাক্ষাৎ চেতনা বা জ্ঞান হয় বার্কলি তার জন্য 'ধারণা' কথার পরিবর্তে প্রত্যয় (notion) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর অপর জীবাত্মা ও অসীম পরমাত্মা (ঈশ্বর)-এর অস্তিত্বের জ্ঞান, বার্কলির মতে, পরোক্ষ অর্থাৎ অনুমান-লব্ধ। অন্যান্য জীবাত্মার অস্তিত্ব তাদের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ ক'রে অনুমান করা হয় আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যক্ষ ক'রে অনুমান করা হয়।

সমালোচনা ঃ বার্কলি বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বলেছেন ধারণা আর আত্মা ও তার ক্রিয়ার জ্ঞানকে বলেছেন প্রত্যয়, কারণ তিনি একাধারে ধারণাবাদী ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু ধারণা ও প্রত্যক্ষের মধ্যে এরূপ পার্থক্য আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কারণ যেক্ষেত্রে বার্কলি নিজে বলেছেন—ধারণা ও প্রত্যয়—উভয় সাক্ষাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয় সেক্ষেত্রে এই পার্থক্য হল ভাষাগত বা নাম মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বার্কলির মতে আত্মা হল আধ্যাত্মিক দ্রব্য—বা ধারণার আধার। এই মতের বিরুদ্ধে হিউম ও কান্টের সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য। হিউমের মতে আত্মা কোন অপরিবর্তনীয় দ্রব্য নয়, কারণ তা আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর। পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার সমষ্টি হল আত্মা। * কান্টের মতে আত্মা হল অতীন্দ্রিয় জ্ঞাতা, তা জ্ঞেয় প্রত্যয় হতে

পারে না। একমাত্র ব্যবহারিক আত্মা-যা হল পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ—তাকেই জানা যায়।

৯। হিউমের মতে দ্রব্যের স্বরূপ (Hume's view of Substance) :

হিউম (Hume) লকের ন্যায় একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তিনি লকের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলে স্বীকার করেছেন। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় আমরা যা লাভ করি তা কতকগুলি সংবেদন মাত্র। সুতরাং যে সকল বস্তুর অনুরূপ সংবেদন সম্ভব তারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে বলা যায়। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধীন নয় সেই সকল বস্তুর কোন অস্তিত্বও নেই। আত্মা ও গুণাতিরিক্ত জড় দ্রব্য—এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার অতীত বলে, হিউমের মতে, তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাঁর মতে, সংবেদনসমষ্টির সমাবেশের বৈচিত্র্যের জন্যই কখনও জড়, কখনও মন—এই দুই বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মে। কিন্তু জড় ও মন বলে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা নেই। এমন কি, ঈশ্বরের সত্তাও যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

হিউম যাবতীয় প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রত্যক্ষের এই দুটি প্রকারভেদ হল—ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ছাপ (impressions) এবং ধারণা (ideas)। যাবতীয় ধারণা সংবেদন থেকেই উৎপন্ন হয়। ধারণা সংবেদনেরই ক্ষীণ প্রতিলিপি (fasnt copy) মাত্র ; কাজেই, হিউমের মতে, সংবেদনের ভিত্তি ব্যতীত কোন ধারণা গঠনই সম্ভব নয়। সংবেদনের অতীত কোন অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী জড়-জগৎ বা দ্রব্য স্বীকার করা যায় না। কতকগুলি বিশেষ একত্র-সমাবিষ্ট গুণসমূহের নামই এক একটি দ্রব্য। গুণ সকলের অতিরিক্ত দ্রব্যের বাস্তবিক সত্তা নেই। যাকে আমরা জড়দ্রব্য বলি তা কতকগুলি গুণের সংবেদনের সমষ্টি মাত্র এবং যাকে মন বলি তা হল চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র। গুণাবলীর আধার হিসাবে দ্রব্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস নিছক অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

হিউম বলেন—"দ্রব্যের ধারণা হল কল্পনার দ্বারা সংযুক্ত নিছক কতকগুলি সরল ও মৌলিক ধারণার গুচ্ছ—যার উপর একটি বিশেষ নাম আরোপ করে উপস্থাপিত করা হয়" ("The idea of substance···is nothing but a collection of simple ideas that are united by the imagination and have a particular name assigned to them by which we are able to recall, either to ourselves or others, that collection")। দ্রব্য হল এক ও অভিন্ন অপরিবর্তনীয় সত্তা—এরূপ ধারণা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যক্ষ থেকে স্বতন্ত্র এক স্বাধীন, স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বয়ম্ভু দ্রব্যের ধারণা—যা ডেকার্ট, স্পিনোজা প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা পোষণ

করেছিলেন তা অভিজ্ঞতাবাদী হিউম প্রত্যাখ্যান করেন। আবার অভিজ্ঞতাবাদের জনক লক যখন বলেন—দ্রব্য হল গুণের অজ্ঞাত আধার, সেক্ষেত্রে তা হল হিউমের মতে কোন প্রমাণের বিষয়কে নির্বিচারে স্বীকার করে নেবার সিদ্ধান্ত। তাই হিউম বলেন —যা কিছুর অস্তিত্বই আমরা স্বীকার করি না কেন তা সবই প্রত্যক্ষণের জগতেই সীমাবদ্ধ; প্রত্যক্ষের বহির্ভূত দ্রব্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। গুণসমষ্টির অন্তর্নিহিত সেগুলির আধাররূপে স্বকীয় ঐক্যবিশিষ্ট একটি দ্রব্যের ধারণার ভিত্তিতে অনুরূপ কোন সংবেদন অনুভূত হয় না; এরূপ এক ও অভিন্ন অপরিবর্তনীয় দ্রব্যের ভুল ধারণা আমাদের অভ্যাস-জাত কল্পনা মাত্র। আসলে আমরা পরস্পরের সদৃশ কতকগুলি অবস্থার ক্রমাবস্থিতিকেই স্বকীয় ঐক্যবিশিষ্ট দ্রব্য বলে ভুল করি। এমন কি, যে সব গুণ বা সংবেদনের ক্রমাবির্ভাব ঘটে সেগুলি পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নয়, কি বাহ্য জগতে আর কি মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা সংবেদন হল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন—যেগুলি অনুষঙ্গের মাধ্যমে ও কাল্পনিক কার্য-কারণ সম্বন্ধে যান্ত্রিকভাবে যুক্ত হয়।

বার্কলি ধারণাসমূহের আধাররূপে অবিনশ্বর অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয় আত্মা বা মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু হিউম বার্কলিকে সমালোচনা করে বলেন যে, নিষ্ক্রিয় এ অপরিবর্তিত স্থির দ্রব্যরূপে মন বা আত্মাকে কখন প্রত্যক্ষ করা যায় না; সুতরাং এরূপ কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নেই, এক ও অভিন্ন আত্মা মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র। একটি মুহূর্তের জন্য মন তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী মনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন নয়। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা শুধু পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল ধারণা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করি, কিন্তু কোন অভিন্ন অখণ্ড অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুভব করি না। লক ও বার্কলি বলেছিলেন যে, এক ও অভিন্ন অপরিবর্তিত আত্মার প্রত্যয় বা জ্ঞান সম্ভব, কিন্তু হিউমের মতে এরূপ আত্মার অনুরূপ কোন প্রত্যক্ষ-সংবেদন পাওয়া যায় না, তাই এরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। হিউমের কথায়, "আমার দিক থেকে যখনই আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ করি, আমি সর্বদা কোন না কোন সংবেদন পাই, কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও আলো, কখনও ছায়া, কখনও ভালবাসা, কখনও ঘৃণা, কখনও দুঃখ, কখনও বা সুখ। আমি কখনও সংবেদন ছাড়া আর কোন আমার নিজস্ব সত্তা অনুভব করতে পারি না।" ("For my part, when I enter most intimately to what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure") পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার আধার বা যোগসূত্রস্বরূপ কোন অখণ্ড আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থাসমূহ অনুষঙ্গের (association) নিয়ম অনুসারে

যান্ত্রিকভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ গুচ্ছ বা সমষ্টিতে পরিণত হয়। এই মানসিক পরিবতনশীল অবস্থানসমূহের গুচ্ছ বা সমষ্টিই হল মন বা আত্মা। হিউমের ভাষায় কোন মানুষই বিভিন্ন সংবেদন ধারার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়; এই সংবেদনগুলি একটির পর আর একটি নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধারণাতীত দ্রুত গতিতে অনুগমন করছে (No man is anything more than a bundle or collection of different perceptions which succeed each other with inconceivable rapidity and are in perpetual flux and movement.")। কোন স্থায়ী সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন চেতন আত্মার ধারণা মানুষের কল্পনা-বিলাস মাত্র। হিউম বলেন—তাঁর পূর্বসূরী দার্শনিক বার্কলি জড়দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খণ্ডন করে সঠিক কাজই করেছিলেন অথচ তিনি (সসীম ও অসীম) আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করায় তাঁর প্রত্যক্ষবাদকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। সুতরাং হিউম প্রত্যক্ষবাদের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন ও অপরিবর্তনীয় আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করে বার্কলির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করলেন।

এইভাবে হিউম অতীন্দ্রিয়, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় কোন দ্রব্যই স্বীকার করেন নি। তিনি চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে বলেছেন যে, মানুষের পক্ষে চরম তত্ত্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ যথার্থ ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ সংশয়বাদে পরিণতি লাভ করলেও তিনি কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বে বা সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক বা সহজাত প্রবৃত্তি (natural instinct) দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বহির্জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা বা যুক্তিদ্বারা এই ধরনের বিশ্বাস সমর্থনীয় না হলেও ব্যবহারিক জীবনে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাসের উপযোগিতা আছে। ("Though theoretically defensible neither by sense-experience nor by reason ; such a belief, to which instinct prompts us, is justifiable by its usefulness in the practical conduct of life as in scientific investigations"). ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি এই কথা বলেন যে, তাঁর অস্তিত্ব যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না বটে, তবে বিশ্ব-জগতে যে শৃঙ্খলা লক্ষিত হয় তাতে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা প্রায় সুনিশ্চিত হতে পারি ; অবশ্য তাঁর স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করবার যথেষ্ট তথ্য বা প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

সমালোচনা ঃ হিউম দ্রব্য সম্পর্কে কোন সদর্থক (affirmative) উত্তর দিতে পারেন নি। দ্রব্য হল কতকগুলি গুণের সংবেদনের সমষ্টিমাত্র—হিউমের এই অভিমত সমর্থন করা যায় না। গুণসমূহের অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্তা হিসাবে দ্রব্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। গুণসমূহে প্রকাশিত হওয়াই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম। বস্তুতঃ, দ্রব্য তার বিভিন্ন গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত থেকে সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে

এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে নিজের স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। হিউম যখন বলেন যে, একই স্থানে যখন কতকগুলি সাদৃশ্যযুক্ত গুণের একত্র অবস্থান অথবা দ্রুত ক্রমাবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন তার উপর ভিত্তি করে আমরা ভুলক্রমে ধারণা করি যে, এসব গুণের ঐক্যসূত্ররূপে একটি অভিন্ন স্থায়ী দ্রব্য বিদ্যমান। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই—এরূপ ধারণার মূলে কোন মৌলিক ঐক্যসূত্র বা স্থায়ী অভেদের সংবেদন আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে থাকি, নচেৎ এরূপ অভিন্ন দ্রব্যের ধারণা বিভিন্ন গুণের ঐক্যসূত্ররূপে আমরা সকলেই আরোপ করব কেন। ঐক্য বা অভেদের সাক্ষাৎ অনুভূতি না থাকলে তার ধারণা বা কল্পনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কেবলমাত্র যদি বিভিন্ন সংবেদনের অনুক্রম প্রত্যক্ষ করতাম তা হলে কেবল পরিবর্তনশীলতা ও বিভেদের ধারণাই আমাদের হত, কিন্তু বিভেদের অন্তর্নিহিত অভেদও আমরা প্রত্যক্ষ করি বলে তার প্রতিচ্ছবি হিসাবে স্থায়ী ও অভিন্ন দ্রব্যের ধারণা জন্মে। বাস্তবিক, বিভেদ বা বহু বৈচিত্র্যের অনুভূতি ও অভেদ বা ঐক্যের অনুভূতি পরস্পর সাপেক্ষ, তাই উভয়ই যুগপৎ আমাদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হয়ে থাকে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল—আমাদের আত্মচেতনার, স্মরণক্রিয়ার ও প্রত্যভিজ্ঞার অভিজ্ঞতায় মন বা আত্মার স্বরূপগত ঐক্য ও অভিন্নতা উপলব্ধি করে থাকি। হিউম পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থাগুলির কেবল অনুক্রম স্বীকার করেছেন বলে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ আত্মচেতনা, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারে না। একই ব্যক্তি দুটি বিষয়ের মধ্যে সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বলে অনুষঙ্গ ও সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলি কোন স্থায়ী মানস সত্তার দ্বারা সুসংগঠিত হয় বলেই জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ চিন্তা চিন্তা করে, অনুভূতি অনুভব করে, ইচ্ছা ইচ্ছা করে—এসব অর্থহীন। পরিশেষে, আত্মা সব সময় জ্ঞাতারূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত, হিউম জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়রূপে জানবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। যিনি আত্মাকে অস্বীকার বা সন্দেহ করেন তিনিই ত আত্মা। জ্ঞাতাকে জ্ঞাতারূপেই জানতে হয়, তাকে দ্রব্যের ন্যায় ধরা ছোঁয়া যায় না।

অনুশীলনী

১। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্পর্ক কী?

২। দ্রব্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ ব্যাখ্যা ও বিচার কর।

৩। দ্রব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দার্শনিকদের মতবাদ কী:
(ক) ডেকার্ট, (খ) স্পিনোজা, (গ) লাইব্‌নিজ, (ঘ) লক, (ঙ) বার্কলি এবং (চ) হিউম?

———